thenes) বলেন, এই সেতু নেবুকাডনেজার (Nebuchadnezzer) দ্বারা নির্ম্মিত; পরন্তু হিরোডোটসের মতে ইহা নেবুকাডনেজারের পুত্র-বধূ নাইটোক্রিস্‌ই (Nitocris) ইহার নির্ম্মাত্রী। পৃথিবীর আশ্চর্য্যজনক পদার্থের মধ্যে বেবিলনের শূন্যস্থিত উদ্যান, নেবুকাডনেজার আপন পত্নী এমিটিসের (Amytis) সন্তোষ-বিধানার্থ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার ভিত্তিভূমি সেমিরামিসই স্থাপন করিয়া যান। বেলাস-দেবের মন্দির সেমিরামিসের বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যে রত্নবিভবের নিমিত্ত ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, তাহার মূলে সেমিরামিস্। সেমিরামিসের মৃত্যুর প্রায় দেড়-সহস্র বৎসর পরে, যখন আসিরিয়ার সৌভাগ্যগগন অন্ধকারাবৃত, তখন পারস্তরাজ মহাপ্রতাপ জারাক্সিস্ (Xerxes) এই মন্দিরের সকল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান এবং বাবিলনের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্দার (Alexander) ভারত-জয়ের পর বেবিলনে অবস্থিতি-কালে সেমিরামিসের ধ্বংসোন্মুখ কীর্ত্তি-শৈলের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু হায় ভাগ্য! কার্য্যারম্ভের অল্পদিন পরেই গুণগ্রাহী বীরশ্রেষ্ঠ ইহলীলা সংবরণ করেন।

রাজধানীর এই সমস্ত সৌষ্ঠব-সাধনের পর সেমিরামিস্ রাজ্যসংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। স্বামী-পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিনি ইথিওপিয়া (Æthiopia) দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উহার প্রায় সমগ্র অংশই অধিকার করিয়া লন। এই স্থানেই প্রাচীন-জগতের সুবিখ্যাত জুপিটার এমন (Jupiter Ammon) দেবের মন্দির সংস্থাপিত।

সেমিরামিসের শেষ যুদ্ধযাত্রা আমাদের এই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে। ব্যাক্ট্রা (Bactra) নামক জনৈক বিশ্বস্ত সেনাপতি এই ভারতাভিযানের উপযোগী সেনাসংগ্রহে তৎপর হন। অতঃপর অগণিত সৈন্য এবং অসংখ্য উষ্ট্র ও অশ্ব সহ সেমিরামিস্ সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন। সে যুগে সিন্ধু এমন জরাবৃদ্ধ মন্থর গতি ছিল না; যৌবনা-বেগের ভীমদর্পে সিন্ধু তখনও পরিপূর্ণ। সেমিরামিস্ সে যুগের সেই প্রচণ্ড বলদৃপ্ত ভয়ঙ্কর সিন্ধুর খরস্রোত ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তদানীন্তন কৌশলশালী সুচতুর ভারতরাজ স্বেচ্ছায় প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেমিরামিস আপনার এই জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুস্থানের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবামাত্র, ভারতরাজ এই বীরা নারীর সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিলেন। ভগ্ন-মনোরথ হইয়া সেমিরামিস্ মাত্র প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ভারত-যুদ্ধে তাঁহার বহু অর্থব্যয় এবং লোক-ক্ষয়ও হইয়াছিল। সেমিরামিসের পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও বীরই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার ১৭০০ বৎসর পরে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন।

সেমিরামিসের প্রজাবাৎসল্যের নিদর্শন আসিরিয়ার নানা স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং কতিপয় প্রস্তর-মূর্ত্তি ও অসংখ্য অনুশাসন-লিপি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়া ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সেমিরামিস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর উপর কত বিপদ্-ঝঞ্জাবাত, কত সংগ্রাম, কত আগ্নেয়োৎপাত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেমিরামিসের কীর্ত্তি-সৌধ এখনও অটুট—এখনও সকল কীর্ত্তি-সৌধের

মধ্যে শুভ্রতম। বিংশ-শতাব্দীর এই সুবর্ণ-যুগে দণ্ডায়মান হইয়া এখনও আমরা তাঁহার সেই অভ্র-ভেদী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি-সৌধের সমীপে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে অবনতশির। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥'

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

বীর-বরণ।

মহাসিন্ধু-পারে
সে মহা-সময়ে
নিতি কত বীর স্বর্গে চলি যায়!
দেশের কল্যাণে,
দশের কারণে,
কে যাবি সেথানে আয়, আয়, আয়!
যশের কিরীট
মস্তকে পরিতে
বিজয়-গৌরব আনিতে জিনিয়া,
বঙ্গ-বীরগণ
আনন্দিত মন,
বীর-সাজে আজি চলেছে সাজিয়া!
চলেছে নৃপেন,
চলেছে ভূপেন,
চলিয়াছে এই কত যুবদল!—
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য
ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য
দেখায়ে ভারত করিবে উজ্জ্বল!
হেরিয়া সে দৃশ্য
চমকিবে বিশ্ব—
বিস্ময়ে জগৎ চাহিয়া রহিবে!
বাঙালীর পণ,
বাঙালীর আশা
হইবে সফল, বাসনা পূরিবে।
এস পুরবালা!
সযতনে আজি
বঙ্গ-বীর-গণে কর গো বরণ!
জয়-মাল্য দাও
গলে পরাইয়ে
ললাটে পরাও বিজয়-চন্দন।
সধবা বিধবা
যে হও সে হও,
নাই এতে মানা, এস নারীগণ!
আজি শুভ-দিনে
পূজি বীর-গণে
কর গো সকলে সফল জীবন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, বঙ্গীয় যুবকগণের যুদ্ধ-গমনোপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত হইল। সঃ।

মাতৃস্নেহ। *

নানাপ্রকার সম্বন্ধের ভিত্তির উপর মানব-সমাজ সংস্থাপিত। এখানে রাজায়-প্রজায়, প্রভু-ভৃত্যে, বন্ধুতে বন্ধুতে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিতে এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবীয় মনোবৃত্তি-সকল, এই সমুদয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইয়া মানব-সমাজ সংগঠন এবং মানবের মনুষ্যত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার প্রায় প্রত্যেকটী সম্বন্ধের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া "মানুষ" তাহার পশুত্বের পরিচয়ও প্রদান করিতেছে। কেবল জননীর অপত্যস্নেহ কোনও দেশে, কোনও কালে পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ, মলিনতা বা স্বার্থপরতায় কলুষিত হয় নাই। জগতের দুঃখ-দৈন্য, বিপদ্-প্রলোভন, কোনও দেশে কোনও কালে মাতৃস্নেহকে বিচলিত করিতে পারে নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, সহোদর ভ্রাতা পরমশত্রুরূপে পরিণত হইতে পারে, সন্তান পিতামাতার অবাধ্য অবমাননাকারী ও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, সংসারের আর আর সমুদয় সম্বন্ধ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জননীর সন্তানবাৎসল্য কোনও অবস্থায় কোনও কারণেই হ্রাস কিংবা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। সন্তান যখন মাংসপিণ্ডবিশেষ-মাত্র তখন হইতেই জননীর স্নেহব্যাকুল হৃদয় ইহার কল্যাণ-কামনায় রত হয়; বস্তুতই ইহা তাঁহার নিকট "সমস্ত সংসার-সিন্ধু মথিত অমৃত।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, ততক্ষণ আপনার ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতার ভাবনা তাঁহার মনে ঘুণাক্ষরেও উদিত হয় না। সন্তান পীড়িত হইলে, জননীকে সেই রুগ্ন সন্তান অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কত বিনিদ্র-রজনী তিনি সন্তানের রোগক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া অতিবাহিত করেন, কম্পিত হৃদয়ে কম্পিতহস্তে কত আশঙ্কার সহিত কত সন্তর্পণে তিনি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করেন, কত ব্যাকুলভাবে তিনি তাহাকে একটুক আরামে রাখিতে চেষ্টা করেন!—সংসারের অন্য কোনও বিষয়ে তখন তাঁহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। তাহারপর সেই সন্তান যদি রোগমুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে কালগ্রাসে পতিত হয়, জননীর চক্ষে তখন এই পৃথিবী অসীম শূন্য হইয়া যায়—তাঁহার জীবনভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কালক্রমে মানুষ সকল দুঃখ-বিপদই ভুলিতে পারে, কিন্তু জননীর হৃদয়ের এই গভীর ক্ষত কালের প্রলেপেও শুষ্ক হইবার নহে। পৃথিবীর অন্যান্য শোক-দুঃখের গভীরতা—ভীষণতা বুঝাইবার জন্য, মায়ের সন্তান-শোকের সহিত তাহাদিগকে তুলনা করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই বোধ হয়, শূন্য মাতৃহৃদয়ের তৃষিত হাহাকারের মত করুণ-মর্ম্মভেদী হইতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য সম্বন্ধ যতবড় উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক না কেন, এমন নিঃস্বার্থ স্বর্গীয়

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রথমশ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা।)

ভালবাসা—এমন আত্মহারা ব্যাকুলতা,—এমন সহিষ্ণুতা, এত ত্যাগস্বীকার আর কিছুতেই দেখা যায় না। জননী কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে শুধু সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য তাহাকে স্নেহ করেন, কিরূপ নিঃস্বার্থ—কিরূপ অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার সেবায়, তাহার পরিচর্য্যায়, তাহার মঙ্গলচেষ্টায় একটু একটু করিয়া নিজের জীবনখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, কিরূপভাবে তাঁহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও হৃদয়ের সমস্তটুকু আগ্রহ প্রদান করিয়া তাহার জীবনপথের বাধা-বিঘ্ন দূর করিতে প্রয়াস পান, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাস্তবিক পৃথিবীর সাধারণ মনুষ্যগণের ভিতর অপার্থিব জিনিষ যদি কিছু থাকে, তাহা এই স্বার্থপরতার লেশবিহীন পবিত্র মাতৃস্নেহ।

স্তন্যদানে, স্নেহগুণে, ক্রমে ক্রমে জননী যেমন তাঁহার অপোগণ্ড শিশুটিকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা ও উদ্বেগও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কারণ, শিশুর তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়। সন্তানের অভাব-সমুদয় পূরণ করিতে না পারিলে, স্নেহময়ী জননী যে কি অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি না দেখিলে অনুভব করা যায় না। ক্রমে ক্রমে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যে প্রকারই হউক, একটী চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, এবং তদনুসারে সে পরিচিত জনমণ্ডলী ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে প্রশংসা বা নিন্দা, আদর বা অনাদর, ভালবাসা বা ঘৃণা, যাহা হয়, লাভ করে। জননী তখন সন্তানকে সকলের প্রিয়পাত্র দেখিলে, তাহার প্রশংসাবাদ শুনিলে, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সন্তানের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্নেহকরুণ হৃদয় সন্তানের প্রতি বিমুখ হয় না। সংসারের সাধু-অসাধু ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ এবং প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণ ও মনুষ্য-কুল-কলঙ্ক-স্বরূপ ব্যক্তিগণ—সকলেই মাতৃহৃদয়ের সমান স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভের অধিকারী। অবশ্য, ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনে তাহার মাতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জননীগণও যে বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্না সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি সেখানেও মাতার মাতৃমূর্ত্তি অতুলনীয়া, তাঁহার স্নেহের মহিমা অবর্ণনীয়। সংসারের তাপিত, লাঞ্ছিত পদদলিত ব্যক্তিগণের মাতৃক্রোড় একমাত্র বিশ্রাম স্থল। আপনাদিগের কর্ম্মফলে অথবা সংসারের ঘটনাচক্রে পড়িয়া সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যতদিন মাতা বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার অক্লান্ত মঙ্গলচেষ্টা, তাঁহার স্নেহময় বাক্য মানুষকে ততদিন সংসারের কর্ম্মব্যস্ততা ও নানাবিধ দুঃখ-বিপদের মধ্যেও এক অপার্থিব শান্তি প্রদান করে।

যে ব্যক্তি জন্মিয়া অবধি মাতা কি বস্তু তাহা জানে না, তাহার জীবনের সেই নিদারুণ ক্ষতি কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে। বিশিষ্ট গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমের ফলে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিলে সংসারেও সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সত্য, অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে সুখ-ভোগের বিবিধ উপাদান এবং বন্ধু-বান্ধবাদিও সে লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শৈশবে কৈশোরে যৌবনে—জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরীক্ষায়, বিশেষতঃ সংসারের বিবেচনায় দীন নগণ্য অকিঞ্চিৎকর জীবনভার বহন করিলে, কাহারও স্নেহব্যাকুল হৃদয় সকল অবস্থায়

সমভাবে তাহার ভাবনা ভাবিবে না। সংসারের অন্যান্য প্রত্যেকটী সম্বন্ধ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। মানুষ জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে সংসারকে যতটুকু ভালবাসা দিতে ও সংসারের যতটুকু উপকার করিতে পারে, প্রতিদানে সংসার হইতে ঠিক ততটুকুই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ স্বর্গীয় পদার্থ—এই মাতৃস্নেহ! সন্তানকে আত্মহারাভাবে স্নেহ করিয়া—অক্লান্তভাবে তাহার মঙ্গল বিধান করিয়াই মাতৃস্নেহের সার্থকতা, ইহাতেই মায়ের পরিতৃপ্তি! সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননীকে কত প্রকার কষ্ট ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর কত প্রকার অবস্থা, হয় ত কত দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সন্তান পালন করিতে হয়, কিন্তু সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা যে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধিত হইবে, এরূপ কল্পনা কোন কালেও কোন জননীর মনে স্থান পায় না। সন্তানের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার সমুদয় দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ সার্থক হয় এবং নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ সমুদয় দুঃখতাপ-লাঘব-কর এই মাতৃস্নেহ যে জীবনে কখন অনুভব করে নাই সে বস্তুতই হতভাগ্য! জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রতি-পাদ-বিক্ষেপে সে মায়ের অভাব অনুভব করিতে পারে, এবং বুঝিতে পারে যে এই সংসারে তাহার যে একটুক স্থান, সে কেবল তাহার যোগ্যতার অনু-পাতে মাত্র। তাহার অযোগ্যতা, অক্ষমতা, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে স্নেহ ও শান্তি-দান করিবার মত কেহই এই পৃথিবীতে নাই। মায়ের অভাব কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে, মায়ের ঋণ কেহ কখনও শোধ করিতে পারে না।

কিন্তু এমন সব পাষণ্ডের ভারও পৃথিবী বহন করেন, যাহারা মায়ের অপরিমিত স্নেহ, অবিশ্রান্ত কল্যাণ-কামনার বিষয় মনে স্থান দিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকারে তাঁহার মনে আঘাত দিয়া থাকে—মায়ের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করে না, মাতা কোনও অন্যায় অসঙ্গত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। যাহা হউক, তাহাদের এই প্রকার পাশবিকতা সত্ত্বেও মাতৃ-স্নেহের মহিমা হ্রাস হয় না, কিন্তু বৰ্দ্ধিত হয় মাত্র।

মাতৃস্নেহের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যে কেবল মনুষ্য-সমাজেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, মানবেতর-প্রাণি-সমাজেও মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষিমাতা প্রভৃতিরা কিরূপ যত্নের সহিত তাহাদিগের শাবক প্রতিপালন করে সে বিষয়ে—এমন কি শার্দ্দূলী প্রভৃতির সন্তান-বাৎসল্য সম্বন্ধেও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। সন্তান যত দিন পর্য্যন্ত না স্বকীয় আহার-সংগ্রহে সমর্থ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ইতরপ্রাণীর সন্তান-বাৎসল্য; কিন্তু আমা-দিগের জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও কিছুতেই তাঁহার স্নেহ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমরা যত বড়ই হই না কেন, চিরকাল তাঁহার নিকট সেই আদরের শিশু।

দেশে দেশে কালে কালে কত কাব্য, কত সাহিত্য, আমাদিগের মায়ের স্নেহের মহিমা কীর্ত্তন করিতে বিফল-প্রয়াস পাইয়াছে। বস্তুতঃ মানবের বর্ণনাশক্তি, মানবের লেখনী এখানে পরাভূত, মানবের মন এখানে ভক্তি ও বিস্ময়ে অবনত! মৃত্যু যাহাদিগকে মাতৃস্নেহস্বরূপ সৌভাগ্য-লাভের অধিকার হইতে এখন পর্য্যন্ত বঞ্চিত করে নাই, মায়ের অজস্র অনা-বিল স্নেহ শুধু অনুভব ভিন্ন ব্যক্ত করিতে না পারি-লেও, মায়ের অপরিশোধনীয় স্নেহঋণে ঋণী থাকা ভিন্ন তাহা শোধ করিতে না পারিলেও, সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহাদের মাতৃস্নেহের অপার্থিবতা, অমূল্যতা,

অনুপম-মধুরতা, মায়ের ত্যাগস্বীকার, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সন্তানের জন্য তাঁহার নিয়ত কল্যাণ-কামনা প্রভৃতি হৃদয়ে অন্ততঃ সর্ব্বদা জাগরূক রাখা উচিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত কবির সেই মহাবাক্য—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শ্রীচপলা দেবী। *

মাধবীর প্রতি। †

তোর ক্ষীণ আশালোকে
　এতদিন বেঁধেছিনু প্রাণ,
আজি সব ফুরাইল
　জীবনের সুখস্বপ্ন-গান।

জনক হৃদয়হীন
　ব্যথা তাঁর বাজে না তেমন,
জননী সন্তান ছাড়ি
　কত পারে সহিতে বেদন?

সোদর "শিশির" ‡ তব
　এক রত্তি ক্ষীণ-বল হায়!
ধরণীর খর তাপে
　ভয় হয় শুকাইয়ে যায়!

তুমি যে আঁধারে আলো—
　দুখিনীর নয়নের তারা,
ছিল সাধ তোমা হেরি
　বিশ্রাম লভিবে দেহ-কারা।

হায় বৎস! যবে আমি
　"মাধবেরে" করিয়া স্মরণ,
শেষ মহাশ্বাস ত্যজি
　ধীরে ধীরে মুদিব নয়ন,

হয়ত তখনো তুই
　বন্দী হয়ে র'বি পত্র-কারে,
হায়রে মাধবি! তোরে
　পাব না-ক এ আমার অঙ্কে!

---

* ডাঃ খাস্তগীর মহাশয়ের স্কুলের নবম-শ্রেণীর ছাত্রী।

† এই কবিতাটি লেখিকার অচির-রোগশয্যায় লিখিত "বৈশাখী" নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে সঙ্কলিত হইল। "মাধবী" তাঁহার নবপ্রকাশিত কাব্য; পুস্তকখানি প্রকাশে অযথা বিলম্ব হওয়ায় এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল।

‡ লেখিকার বাল্যকালে রচিত একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য।

হায় বৎস! কে বুঝিবে
হৃদয়ের ভীষণ দাহন,
দীন আমি নাহি সাধ্য
ও দাসত্ব করিতে মোচন।

কেন রে ধনীর গৃহে
হ'ল না-ক জনম তোমার,
আজি এ অভাবে তব
বহিত না নয়নে আসার!

শরতে যে-দিন সবে
মেতেছিল মার আগমনে,
আমিও আশায় তোর
কাটায়েছি নিশি জাগরণে।

নিঠুর নিয়তি মোর!
মিটে নিকো হৃদয়ের আশ,
অঞ্চলে মুছিয়া অশ্রু
গেছে দিন ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

শরৎ হেমন্ত আসি'
একে একে করিল গমন,
বসন্তেও তোর সনে
হবে না-ক হয়ত মিলন!

হায় বৎস! এ জীবনে
হেরিব-না তোর মুখ আর,
ধরণী স্বার্থের দাস,
ঘুচিবে কি দাসত্ব তোমার?

মরণ পরেও মম
যদি রে ফিরিস্ ঘরে কভু,
বিমাতার স্নেহ যত্নে
মার স্মৃতি ভুলিস্ না তবু।

দিনান্তে জনক-পদে
জননীর সকরুণ স্মৃতি,
জাগায়ে তুলিস্ বৎস!
দগ্ধ প্রাণে পাব তবে প্রীতি।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ অধ্যায়।

মিতব্যয়িতা।

অপব্যয়ের বিপরীত মিতব্যয়। কৃপণতাকে মিতব্যয় বলে না। পেট কাটিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে মিতব্যয় হয় না। অযথা খরচ না করা, অথবা অনাবশ্যক বস্তু ক্রয় না করাকেই মিতব্যয় কহে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অমিতব্যয়িতা একটী মহৎ দোষ। অর্থ উপার্জ্জন করা পুরুষের কার্য্য, কিন্তু ব্যয়ের ভার স্ত্রীলোকের উপর। মহিলাগণ যদি অপব্যয়ী হন, তবে সংসারে সুখ থাকিতে পারে না। বিলাসিতা অপব্যয়ের একটি প্রধান কারণ। নব্য-রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অধিক। কেশরঞ্জন, পমেটম্, এসেন্স, সাবান, চিকের রুমাল প্রভৃতি বিলাসোপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই লালায়িতা। অবস্থায় কুলাইলে এ-গুলিতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে, এ-গুলি অর্জ্জন করার ন্যায় মহাভ্রম আর নাই। যে সকল রমণী এরূপ অমিতব্যয়কে দোষিয়াও দেখে না, তাহারা অর্থ-সম্বন্ধে স্বামীর বিশ্বাস-ভাজন হইবার উপযুক্তা নহে।

অভ্যাস-দ্বারা সকল বৃত্তিই আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং, মিতব্যয়কেও অভ্যাস-দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে, অনবধানতা এবং অপব্যয়ের কু-অভ্যাস অলক্ষিতে জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা মিতব্যয়িতা-দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে। সময়, স্বাস্থ্য অর্থ—সকলই মিতব্যয়িতার অধীন। এইজন্য পৃথিবীতে ইহার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ আর নাই। মানব মিতব্যয়ী হইলে, তাহার মনে এক প্রকার সন্তোষ জন্মে এবং তদ্দ্বারা সে দীর্ঘজীবন লাভ করে। অমিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন; সুতরাং, সামান্য বিপৎপাতে তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু মিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন বলিয়া, হঠাৎ কোনও বিপদে তাঁহারা ভীত হন না। পূর্ণমুদ্রা একেবারে জমান সুকঠিন, কিন্তু যদি পয়সার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে তবে টাকা স্বতঃই সঞ্চিত হইবে। যখন বিন্দু-বিন্দু বারি লইয়া অপার জলধির সৃষ্টি হয়, যখন সামান্য সামান্য বালুকণা লইয়া সাগরের উপকূল গঠিত হয়, তখন সামান্য সামান্য বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিলে যে, মহান্ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লোককে টাকা জমাইতে দেখিলে, নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া তাহার দুর্নাম রটাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত নহে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, ধন অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। চাঞ্চল্য, দীর্ঘসূত্রতা, অনবধানতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি-হীনতা [illegible]

দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কার্য্য "হচ্চে হবে" করিয়া দীর্ঘসূত্রী ব্যর্থমনোরথ হয়; কিন্তু উদ্যমী পুরুষ সঙ্কল্পিত কার্য্যকে অচিরে সমাধা করিয়া ইষ্টলাভ করেন। মিতব্যয়িতা জগতের আশীর্ব্বাদ এবং অপব্যয় অভিসম্পাত-স্বরূপ।

এই সকল কারণের জন্য মানবের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অর্থে মিতব্যয়ী হইলে চলিবে না, সময়, সামর্থ্য, অর্থ, আহার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। এগুলির মধ্যে কোন একটিতেও অপব্যয়ী হইলে মানবের সুখের অন্তরায় ঘটে। সকল্ প্রকার অপব্যয়ের উপরতি মানবের ইহকালে ও পরকালে সুখের কারণ হইয়া থাকে। মিতব্যয়িতায় অভ্যস্ত হইলে মানবকে চিন্তা বা কষ্টের অধীন হইতে হয় না। ইহাদ্বারা মানবের আত্মনির্ভর-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মান, সৌভাগ্য ও কার্য্যকারিত্ব-শক্তি অচিরে মানবকে আশ্রয় করে। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী মানবের সামান্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। সংসারে কিছুই হেয় নহে। সামান্য সামান্য করিয়াই নর-নারীর উন্নতি হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় না করিলেই, মিতব্যয়িতা স্বতঃই আয়ত্ত হইয়া থাকে। নগদ্ মূল্যে ক্রয় করিতে হইলে, "ইহা আমার আবশ্যক কি না", "ইহা আমার ক্রয় করা উচিত কি না" ইত্যাদি নানাপ্রশ্ন মনে জাগরিত হয়, কিন্তু ধারে ক্রয় করিলে এ-সকল প্রশ্ন উঠে না। ধার অপরিমিততার জনক। সংসারে অভাবের যতই বৃদ্ধি করিবে, ততই সুখ দূরে পলায়ন করিবে। যাহার অভাব যত কম সে ততই সুখী। খরচের একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই আন্দাজ-মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি সেই খরচে সঙ্কুলান না হয়, তবে কোন্ বিষয় হইতে খরচের হ্রাস করিলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। এইরূপে অভাবের হ্রাস করিলে খরচেরও হ্রাস হইবে।

শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্বামীর সহিত ব্যয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করা স্ত্রীর উচিত। খরচের জন্য কতকগুলি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেই, কিছু দিনে জানিতে পারিবে যে, তদ্দ্বারা তোমার সকল খরচ চলিবে কি না।

মানব যদি দৈব-বশে নির্ধন হইয়া পড়ে তবে তাহার কোনও দোষ নাই, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সঞ্চিত ধনের হ্রস্বতা সম্পাদন করে, তবে তাহার মত হস্তিমূর্খ জগতে আর নাই। অনেকে লোক-দেখান বাবু অথবা ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দরিদ্রতার কবলে পতিত হইয়াছে। বরং সংসারে নগণ্য থাকাও শ্রেয়ঃ, পরন্তু লোক-দৃষ্টিতে ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দেউলিয়া হওয়া উচিত নহে। ধনহীন হইয়া সংসারে থাকা যে কি জ্বালা, তাহা যাহারা ভুগিয়াছে তাহারাই জানে।

আয় বুঝিয়া ব্যয় করা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অন্য একটি উপায়। আয়াতিরিক্ত খরচের অনিবার্য্য ফল ঋণ। ঋণগ্রাহীর দিবস-রজনী অশান্তিতে যায়। ঋণ গ্রহণ করার দুর্গুণ অনেক। প্রথমতঃ, ঋণী ব্যক্তিকে লোকনিন্দার ভাজন হইতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, সুদ দিতে দিতে অস্থির হইতে হয়, তৃতীয়তঃ অবমাননা তাহার নিত্য-সহচর হইয়া পড়ে, চতুর্থতঃ ঋণগ্রাহীর মিথ্যা কথার অভ্যাস জন্মে, পঞ্চমতঃ ঋণদাতার নিকট ঋণী ব্যক্তিকে সদাই ত্রস্ত থাকিতে হয় এবং ষষ্ঠতঃ সমগ্র পরিবারের উপর

বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা হয়। ঋণগ্রহণের ত এত জ্বালা। ঋণ লইবার পূর্ব্বেও যে জ্বালা নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। লোকের স্তাবকতা না করিলে ঋণ পাওয়া দুর্ঘট; সুতরাং সেই স্তাবকতা করিতে যাইয়া নিজের সময় নষ্ট ত হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত নিজেকে হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার উপরি ও মুখনাড়া না দিয়া লোকে কর্জ্জ দেয় না; সুতরাং তাহাও নীরবে সহ্য করিতে হয়।

যত আয় তত ব্যয় করিবে না, বরং আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। সামান্য আয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে, সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক। মিতব্যয়িতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তি জাতির কেন্দ্রস্বরূপ। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কি ধনী, কি গরীব, সকলেরই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দতার জন্য অবশ্য ব্যয় করিতেই হইবে, কিন্তু তা বলিয়া অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে। বারিধারার ন্যায় আকাশ হইতে অর্থ পতিত হয় না। অতিকষ্টে তাহা সঞ্চয় করিতে হয়। দিনে যদি এক আনাও জমাইতে পারে তাহাও শ্রেয়। এইরূপে ৩০ বা চল্লিশ বৎসরে তোমার অনেক টাকা জমিয়া যাইবে। অলঙ্কার গড়াইয়া যাহারা মনে করেন যে, কিছু সঞ্চয় করা গেল, তাহারা ভ্রান্ত। স্বর্ণকারের মজুরী ও অলঙ্কারের পান বাদ দিলে, আসল হইতে অনেক টাকা কমিয়া যায়। ইহার উপর কিছু দিন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিতে যাইলে, তাহার যথার্থ মূল্য হইতে আরও কিছু হ্রস্বতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অলঙ্কার গড়াইয়া সঞ্চয় করা অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে মূলধন ত বজায় রহিলই, অধিকন্তু সুদ আসিতে লাগিল। এইরূপ সঞ্চয়ই যথার্থ সঞ্চয়-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের আয় অধিক, তাহারা ধনী নহে; বরং যাহারা আয় হইতে সঞ্চয় করে তাহারাই যথার্থ ধনী।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

হিতকথা।

অতিসামান্য কর্ম্ম করিবার সময়েও লক্ষ্য অতি উচ্চ রাখিও। ক্ষুদ্র আপদ্ বিপদেও অসীম শান্তি হারাইও না।

স্বার্থপরতা স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে।

যত বেশী আমোদ করিবে, তত বেশী জড়তা লাভ করিবে।

যাহা কঠিন বলিয়া আজ করিতেছ না, কাল তাহা দ্বিগুণ কঠিন হইবে।

মধুসমাধি। *

বিদেশী বিধর্ম্মী মাঝে স্বদেশের মহাকবি
অনন্ত সুপ্তির কোলে আছেন সমাধি লভি'!
মনে হয়, এ একান্তে কি নিঃসঙ্গ কবিবর—
আপন আবাসভূমে অচেনা অজ্ঞাত পর!

মধুচক্র-রচয়িতা, গৌড়ের গৌরব-রবি
আবৃত প্রাবৃট্‌জালে—বিষাদ-করুণ-ছবি!
জননীর সুত-রত্ন, বাড়াল যে মাতৃ-মান,
তাঁর একি নির্ব্বাসন—তাঁর একি প্রতিদান!

বাঙ্গালী-পথিক কোথা, কবির আহ্বানে হায়,
দাঁড়াবে বারেক হেথা সসম্ভ্রমে মুগ্ধ-প্রায়!
সবাকার শীর্ষে যাঁর মহিম-মণ্ডিত স্থান,
কোন্ প্রান্তে পড়ে তিনি, কে রাখে সে অভিজ্ঞান!

কেহ কোন ভক্ত শুধু, এ দীন ভক্তের সম
নীরবে গাঁথিয়ে আনে অশ্রু-মালা নিরুপম!
ভক্তি আর শ্রদ্ধা-ভরে কবিরে অর্চ্চিয়ে তায়
তেমতি নীরবে বুঝি ক্ষুব্ধ-চিত্তে ফিরে যায়!

তারপর স্তব্ধ সব শব্দহীন সুগভীর,
নির্জ্জনে একাকী কবি অলক্ষিতে জগতীর!
'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদ' দান যাঁর—
তাঁর প্রতি বাঙ্গলার একি যোগ্য-ব্যবহার!

বাণীর মন্দির যদি হেথা হ'ত বিনির্ম্মিত,
কবির বিগ্রহ তায় হ'ত যদি প্রতিষ্ঠিত,
মিলিত প্রত্যহ যদি বাণীর সেবকগণ
কবির প্রাণদ-ব্রতে সমর্পিতে প্রাণ-মন!—

তবে ত কবির হ'ত উপযুক্ত সমাদর,
হাসিত কবির আত্মা উজলিয়া চরাচর!
তাঁর দেশবাসী বলে বিশ্বজনে পরিচয়
পারিতাম দিতে গর্ব্বে তবে মোরা সুনিশ্চয়!

জানি না সফল কভু হবে কি এ স্বপ্ন মোর,
হীনতার নিদর্শন ঘুচিবে কলঙ্ক ঘোর!
যদি কভু নেমে আসে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ধন্য হব লভি তবে মধু-কবি-পরসাদ!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ দূরে দাঁড়াইয়া শীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শীলা নতমুখে ছিল। উভয়েই নীরব, কে কথা কহিবে তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন না। শীলা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল সুপ্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া আছেন,—সে দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ অঙ্কিত! শীলার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান পাইতে কি আনন্দ! তাহার

* (কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহাকবি মধুসূদনের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।)

মুখে ভালবাসার ভাব অঙ্কিত দেখিতে, চক্ষের দৃষ্টিতে ভালবাসা প্রভাসিত দেখিতে কত ইচ্ছা হয়। দৃষ্টি যায়, আর যেন ফিরে না! লৌহ ও চুম্বকের যে আকর্ষণী শক্তি, তাহা যেন এই সময় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। একজন টানিতেছে, আর একজন ছুটিতেছে! মুখের ভাষায় যে কথা বলা যায় না, একবার চক্ষের দৃষ্টিতে তাহা বুঝা যায়! উভয়েই যেন স্বপ্নাহত হইয়া রহিলেন তাহার পর সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপ্নি কি অসুস্থ বোধ কর্‌চেন্?"

শীলা। না, এখন ভাল আছি। বড়ই ভয় পেয়েছিলাম। আপনি কখন্ এলেন্?

সুপ্রকাশ। আমি আজ সকাল থেকেই এখানে আছি। আমি পাশের ঘরেই ছিলাম। আপনি যখন গান গাইতেছিলেন, ঐ পর্দ্দার পাশেই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলাম। অবশ্য, আপনি তা জান্‌তেও পার্‌তেন না। আমার আপনার সাম্‌নে আস্‌বার ইচ্ছাও ছিল না।

শীলা এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিল, "কেন?"

সুপ্রকাশ। কেন?—তাও কি বল্‌তে হবে? আপনি যখন সুব্রতের মনোনীতা পত্নী হ'বেন বোলে তার লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে এসেছেন, আর যখন শুন্‌লাম আপনার পিতারও তাই ইচ্ছা ছিল, তখন কি আমার আপ্নার পথে অবরোধক স্বরূপ থাকা ভাল? কোথায় সুব্রত—আর কোথায় আমি! সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত, রূপে গুণে কেউ তার সমকক্ষ নেই। তার সঙ্গে বিবাহে আপ্নি সুখী হবেন ভেবেছিলুম—কিন্তু আজ—।

শীলা। (কম্পিত কণ্ঠে) আজ এখন সব শুনেছেন আশা করি।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আজ যখন শুন্‌লুম, সেই অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী সুব্রতের কাতর মিনতিতেও তোমার মন গল্‌ল না, যখন দেখ্‌লাম সে তোমায় পীড়ন কর্‌ছে এবং তোমায় অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন আর আত্মগোপন কর্‌তে পার্‌লাম না। শীলা! ক্ষমা কর—শীলা বল্লাম। তুমি জান না যে দিন-রাত সর্ব্বদাই আমার প্রাণের তন্ত্রী 'শীলা'-নাম জপমালা করেছে। যে মুহূর্ত্তে সেই নদীতীরে তোমায় দেখেছি, তখনি আমার সমস্ত হৃদয় তুমি অধিকার করেছ! এই দরিদ্র ভিখিরী আজ তোমায় চরণ-তলে; শীলা, তুমি কি তাকে গ্রহণ কর্‌বে?

শীলার হৃদয় আনন্দে গর্ব্বে যেন ভরিয়া গেল, সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শুধু একবার চাহিল, তাহার পর বলিল, "আপ্নি আর আমায় লজ্জা দেবেন না, আপ্নি ত সব শুনেছেন—।"

সুপ্রকাশ শীলার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া তাহার দুইটি হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়ের মনে হইল যেন উভয়ের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! স্পর্শে এত সুখ! সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুনিছি এই দরিদ্র ভিখারী নামহীন সুপ্রকাশের জন্যে তুমি অত আদর গ্রহণ কর্‌লে না; কিন্তু এ যে আমার আশার অতীত। ঐ সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে এই ভিখারীকে নিয়ে দরিদ্রের কুটীরে কি তুমি সুখী হবে? বল বল শীলা, আমি কি এ আশা কর্‌ব?"

শীলা দুই হস্তে আপনার মুখ আচ্ছাদিত করিল। সুপ্রকাশ পুনরায় তাহার দুইটি হস্ত আপনার হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমার আশা কি বিফল হবে? একবার বল—?"

শীলা। আপ্নার কি আশা জানি না, তবে আমায় কেন জিজ্ঞাসা কোরে লজ্জা দিচ্ছেন? আপনি যখন জানেন, তবে কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—?

সুপ্রকাশ। তবু একবার শুনি।

শীলা। আপ্নি যদি আমায় গ্রহণ করেন,

আমি সুখী হব। আপ্‌নার কথা আমি কি করে বোল্‌ব ?

সুপ্রকাশের মুখে যেন আনন্দ-জ্যোতি প্রকাশিত হইল! উভয়ের হৃদয়ের ভার যেন কোন্ দূর হইতে দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেল! কতক্ষণ পরে সুপ্রকাশ বলিলেন, শীলা, কি দেখে তুমি আমায় ভালবাস্‌লে ?”

শীলা। আপ্‌নি কি দেখে আমায় ভাল-বাস্‌লেন ?

সুপ্রকাশ। আবার ‘আপ্‌নি’ ?—তা হবে না। বল ‘তুমি’, না হলে আজ আমি তোমায় ছেড়ে দোব না।

শীলা। এখন মাসীমার কাছে যাই।

সুপ্রকাশ। তা হবে না, আমি ছাড়্‌ব না। জান ত, সুব্রত একটা প্রতিজ্ঞার জন্যে কি কর্‌তেছিল!

শীলা। (হাসিয়া) তাই বুঝি আপনারও ?

সুপ্রকাশ। আবার—? না, তা হবে না।

শীলা। আচ্ছা, তাই বুঝি তোমার অত রাগ হয়েছে ? তাই প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে ?

সুপ্রকাশ। আমি কিন্তু তোমায় আর বেশী দিন ছেড়ে দোব না; কে আবার এসে অধিকার চাইবে। আমি কালই নোটিশ দেব, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের বিবাহ কোর্ত্তে হবে। তারপর তোমাকে আমার কুড়ে ঘর আলো কোরে থাক্‌তে হবে।

শীলা। কুড়ে ঘর হ’লেই বুঝি, দুঃখ হয় ? আমি ত ঐশ্বর্য্যের লোভ করি নি। আমি যা চেয়ে-ছিলুম তাই পেয়েছি;—আর কিছু চাই না।

সুপ্রকাশ। “তোমার নিজের কষ্ট হবে, সামান্য-ভাবে থাক্‌তে হবে, নিজের হাতে কত কাজ কোর্ত্তে হবে, কত টানাটানি কোরে ঘর-সংসার চালাতে হবে!

শীলা। কেবল ঐ কথা! আমি কি তোমার ঐশ্বর্য্য চেয়েছি, না আশা কোরে আছি ? আমার দরিদ্রের কুঁড়েই ভাল! আমি কেবল যা চাই, তাতে যেন বঞ্চিত না হই। এইটুকু পেলেই হবে।

সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া শীলার প্রতি চাহিলেন, উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল,—যেন প্রাণের মধ্যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গেল!

সুপ্রকাশ বলিলেন, “সে—কি ?”

শীলা (নতমুখে)। তুমি নিজেকে দরিদ্র ভিখারী বোলে যা চাচ্ছ, আমিও নিজেকে দরিদ্রা ভিখারিণী বোলেই তারই আশা কোরে আছি।

সুপ্রকাশ। আমাদের এ আশার স্বপ্ন যেন সত্য হয়। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে যেন আমরা এ-ভাবেই থাকি। ধনী সুব্রত আজ কি হারিয়ে চলে গেল, আর দরিদ্র সুপ্রকাশ আজ কি ধনেই ধনী হল, তা কি কেউ বুঝ্‌বে ?

শীলা। আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমায় পেয়ে যে আপ্‌নি সুখী হবেন মনে কর্‌ছেন, তা যদি হন—।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আবার—‘আপনি’ ? আমি আজ ছাড়্‌ব না।

এমন সময় একজন আয়া দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল, “আপনাকে মেম্ সাহেব ডাক্‌ছেন।”

সুপ্রকাশ শীলার সহিত উঠিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলেন ও বলিলেন, “আজ আপ্‌নার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি। এই দেখুন আমার ‘কনে’। আপ্‌নার ভাবনা ছিল।”

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (আনন্দের সহিত) আমি ত আগে থেকেই জানি, যাতে তোমার দৃষ্টি, তাতে কি অন্যের দৃষ্টি সইবে ?—তা সব বলেছ ?

সুপ্রকাশ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিলেন।

তাঁহার দৃষ্টিতে যেন কি কথা বুঝিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা এসো, যার হাতে পড়বে সে তোমায় চিরসুখী করবে। যেমন না জেনে, না শুনে, নিজেকে সুপ্রকাশের হাতে সঁপে দিলে, ভগবান্ তোমায় সুখী কোর্ব্বেন।

সুপ্রকাশ। তবে গরীবের ঘর কোর্ত্তে হবে। এ ত আর সুব্রত নয়। না, তা শীলার তাতে অমত নেই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) তা বই কি, কুঁড়েতে থাকতে হবে, ঘর নিকুতে হবে, কত কি কোর্ত্তে হবে! তোমার হাতে যে পড়্বে, তাকে অনেক ভোগ ভূগ্‌তে হবে। তবে মনের সুখে ত বাধা পড়বে না?

সুপ্রকাশ। শীলাকে আপ্‌নার কাছেই এ কয় দিন রাখুন, আর রামলোচনবাবুর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমি কালই নোটিস্ দেব।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। এই পণ ছিল বিয়ে কোর্ব্বে না, আর এরি মধ্যে এত শীগ্‌গীর বিয়ের জন্যে ব্যতিব্যস্ত। এখন প্রভাতের মাকে কি বোল্‌বো?

সুপ্রকাশ। বল্‌বেন আর কি? শীলা ত এখন বড় হয়েছে; ও যখন সুব্রতকে কোন মতে বিয়ে কোর্ব্বে না বল্‌ছে, তখন জোর করে কে বিবাহ দেবে? আমি ত এতদিন গা ঢাকা দিয়েই ছিলুম, যখন দেখ্‌লুম, প্রকাশ না হ'লে নয়, তখন প্রকাশ হলুম।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। একেবারে সুপ্রকাশ হও না কেন?

সুপ্রকাশ। শীলা, তুমি নিজে বল, এখানে থাক্‌বে, না হ'লে তোমার মাসীমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শীলা। (মৃদুকণ্ঠে) আমায় দয়া কোরে স্থান দিলেই আমি সুখী হব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দয়া করে দেখি ডেকে,—দয়া করে তুমি থাকবে, না আমি দয়া করে রাখব? আচ্ছা, দয়াটা এখন আমার দিক দিয়েই থাক্।

হঠাৎ সবেগে দ্বার খুলিয়া গেল। প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের সেইভাবে থাকিতে দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "শীলা, তুমি যাও নি কেন? আবার আমাদের নিতে আস্‌তে হ'ল!"

শীলা সুপ্রকাশের দিকে চাহিলে, সুপ্রকাশ উঠিয়া বলিলেন, "শীলা ত তখন মিঃ বসুকে বলে দিল, সে যাবে না। তিনি কি তা বলেন নি?

প্রভাতচন্দ্র। আপ্‌নি চুপ করুন, আপ্‌নার মতামতে আমাদের আবশ্যক নেই। আপ্‌নাকে কেই বা চেনে, আর কেই বা আপ্‌নার সঙ্গে কথা কয়? মাঝখানে থেকে কথা কওয়া কি ভদ্রতা? তা যদি বোধ থাক্‌বে, তবে এমনভাবে ভদ্র পরিবারে কেন মিশতে আস্‌বেন?

সুপ্রকাশ কৌতুকপূর্ণ নেত্রে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে একবার চাহিয়া তাহার পর বলিলেন, "ক্ষমা করবেন, ভুল হয়ে গেছে। যা বলেছেন ও ঠিক, অভদ্র হলে ভদ্রতার সীমা শীঘ্রই অতিক্রম করতে হয়।"

প্রভাতের মা। এখন শীলা, বাড়ী চল। কাল তোমার কাকারা আস্‌বেন, কাল তাঁর বাড়ী তুমি যেও। তারপর তোমার যেখানে খুসী যেও, যা খুসী কোরো।

শীলা। আমায় মাপ্ করুন, আমি আপ্‌নাদের সঙ্গে যেতে পার্ব্বো না।

প্রভাতের মা। তা কোন মতে হবে না। (মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি) দিদি! তোমাদেরই বা এ কি রকম বুদ্ধি? জান্‌ছ, আমাদের ছেলের বৌ কোর্ব্বো বলে, কত সাধ করে ওকে আন্‌লাম, আর তুমি কিনা এখানে বসে ঘট্‌কালী কচ্ছ! এই কি

তোমার উচিত হল ? কে জানে, আমরা ওসব ভাল বুঝি না। আমাদের ঘরের সব কথাগুলি জান্‌বে, শেষে অন্তের কাজে তা লাগাবে। কোথায় আমার সুব্রত, তার সঙ্গে তোমার সুপ্রকাশ রায় ? যার নাম কেউ শোনে নি, যার ঘর-বাড়ীর ঠিকানা নেই, সেই তোমার আপ্‌নার হল ? মেয়েটির সর্ব্বনাশ কোরে কি লাভ হবে ? (আপন মনে) যার বাবা বলে গেছেন, সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হবেন, সেই বা কেমন মেয়ে বুঝতে পারি না ! এই সব দেখে শুনে একালের ওপর ঘেন্না জন্মায়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কি দস্যিই হচ্ছে, বাবা ভাই কাউকে মানে না। ইংরিজী লেখাপড়া শিখলেই বুঝি, বিবিয়ানা না কল্লে হয় না ? যা হোক্ বাছা, তুমি যা কোত্তে হয় কোরো, আজ ত আমার সঙ্গে চল।

শীলা। আমায় মাপ কোর্ব্বেন, আমি আর আপনাদের বাড়ী যেতে পার্ব্বো না। (সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) আমি কি আর ওখানে যাব ?

প্রভাতের মা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) ও কোথাকার কে যে ওর মত চাইচ ? আমি নিয়ে গেলে ওর সাধ্যি কি যে ও তোমায় আট্‌কে রাখে ? নে, প্রভাত, চল, আর বেশী বাক্য-ব্যয়ে কাজ নেই। (শীলার প্রতি) আচ্ছা, আজ ত চল, কাল তখন যা কোর্ত্তে হয় কোরো।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া শীলার হাত ধরিয়া তুলিয়া, প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার মাতাকে বলিলেন,"আপনারা যান; শীলা যাবে না। শীলা তার কাকার বাড়ীও যাবে না; এখন মিসেস ব্যানার্জির কাছেই থাকবে।

প্রভাতের মা। ও—এত দূর—! তা বল্লেই ত হত। তা তুমি কে যে শীলার ওপর এত প্রভুত্ব তোমার,—তাই বল না ?

সুপ্রকাশ। " শীলা আমায় বিবাহ কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এই মাসের শেষেই আমাদের বিয়ে হবে। শীলার কাকাকে কাল বোল্‌বেন, এ বিষয় তাঁর যা কর্‌বার কোর্‌বেন।

প্রভাতের মাতা ক্রোধে ও নৈরাশ্যে বিনা-বাক্যব্যয়ে দ্রুত-পদে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রভাতচন্দ্রও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কোচ্‌ম্যানকে শীঘ্র গাড়ী আনিতে বলিয়া, গাড়ীতে উঠিয়াই গাড়ী সজোরে চালাইতে হুকুম দিলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

(১৫)

তাহার পরদিন রামলোচনবাবু সস্ত্রীক পুরী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বাড়ী আসিয়াই প্রভাতচন্দ্রের এক সুদীর্ঘ পত্রে জানিলেন যে,শীলা তাঁহাদের বাটীতে নাই, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে আছে; এবং সে সুব্রতকে বিবাহ করিবে না, সুপ্রকাশের সহিত সে তাহার বিবাহের ঠিক করিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহার মনে বিশেষ কোনও ভাবোদয় হইল না। শীলার প্রতি যে তাঁহার মায়া হইয়াছে, তাহার কারণ—দাদার মেয়ে ত বটে, কেমন ধনীর ঘরে বিবাহ হইতেছিল, তাহা না করিয়া এ কি কাণ্ড বাধাইয়াছে ! তা সে মেয়ের কি দোষ ! দাদারই ত সব দোষ। ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করিয়াছেন, বিবিয়ানা শিক্ষা দিয়াছেন। সে কি কর্ব্বে ? মেয়েটি ত লক্ষ্মী। এখন সুপ্রকাশকে কি করা যায় ? যদি শাসন করিতে যান, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ! তাঁহার প্রভুর বন্ধু। মিঃ রায়ের অনুগ্রহে তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে। এখনও ম্যানেজারির আশা আছে। সে দিন পুরীতে মিঃ রায়ের এটর্ণী পত্রে জানিয়াছেন যে, মিঃ রায় সুপ্রকাশের হস্তেই ম্যানেজার নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছেন। এখন যদি শীলার জন্য

তাহাকে কটু কথা বলা যায়, তাহা হইলে চাকুরিটীর আশা একেবারে নাস্তি। ও-দিকে শীলাও বয়ঃপ্রাপ্তা, সে লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে ; অধিকন্তু দুই হাজার টাকাও লইয়া যাইবে। যাহা তাহাদের ইচ্ছা করুক, তিনি এ বিষয়ে আর কথা কহিবেন না, এই স্থির করিলেন ; শুধু একবার গিয়া দেখিয়া যাহা ব্যবস্থা করিতে হয় করিবেন। তিনি বিষণ্ণমুখে চিন্তিত অন্তরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী তখন তাঁহার দ্রব্য-সম্ভার চারিদিকে ছড়াইয়া লইয়া বসিয়াছেন। একগলা ঘোমটা টানিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া ননদের এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। শৈলী ও তাহার ছোট ভাই কতকগুলি ঝিনুক লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে।

গৃহিণী। হাঁ গা, বৌ, আমার সব জিনিস-পত্তর গোলমাল হ'ল কেন? সেই খিত্তূরে বাটীটা কোথায় গেল? গয়েশ্বরী দু'খানাই বা রাখ্‌লে কোথায়?

ভ্রাতৃ-বধূ ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল, "ওতেই আছে ঠাকুরঝি, একবার খুঁজে দেখ না।"

গৃহিণী। তোমাদের বাপু বোলে পারা যায় না। আমার জিনিসের সঙ্গে বল্লুম্ সব মিশিও না ; তা না হলে যে তোমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। তোমাদের ত এত লোককে দিতে-থুতেও হবে না, আর খোঁটা খেতেও হবে না। বামুনদিদি আমায় যে বাটীতে বলেছিল, 'খুব ভারী লোহাপানা বাটী', সেটা গেল কোথা? ওরে তুল্‌সী, আয় না বাছা! এই পোঁট্‌লাটা খোল্‌ না!

গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র তুলসী আসিয়া বলিল, "পিসীমা তোমার ত সব তাড়া-তাড়ি। এই ত বাপু নেয়ে-খেয়ে একটু জিরোতে গেছি, আবার তুলসী তুলসী কোরে চেঁচাতে লাগলে। একদিন যে তুল্‌সীর বিরাম নেই! তুলসীর যে প্রাণান্ত কোরে ছেড়েছ।"

পোঁটলা খুলিয়া কতকগুলি কাঁসার বাসন বাহির হইল দেখিয়া বউ বলিল, "এই নাও ঠাকুরঝি, তোমার বাসন ; আমরা কি তোমার জিনিস নিতে পারি?"

গৃহিণী। ও কি অনাছিষ্টি কথা! আমি কি বলেছিলুম তোমরা চুরি করেছ? লোকদের কেমন স্বভাব, যত কর মন পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া গৃহিণী মুখ ভার করিয়া রহিলেন। তাহার সম্মুখে কতকগুলি জগরিহার কাপড়ের পুঁটুলী, একটি ভাঙ্গা মত টিনের বাক্সে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটি ধামাতে কতকগুলি ফল-মূল রহিয়াছে। তিনি সেগুলিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

তুলসী বলিল, "এখন আর কি কোর্ব্বো পিসীমা?

গৃহিণী। তোমার আর কিছু কোর্ত্তে হবে না ; তোমার মা ত এখুনি খোঁটা দেবেন।

বউ। ঠাকুঝি, রাগ কর কেন ভাই? আমার দোষ হয়ে থাকে, আমায় বক। ও কি অপরাধ কল্লে?

গৃহিণী। "হাঁ গো হাঁ,আমি কেবল সকলকে বকি, আমার ত কাজ নেই। আমার যেমন কপাল—!" এই বলিয়া তিনি ললাটে হস্তার্পণ করিলেন। এমন সময় অমিয় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ মা, দিদি ভাই কখন্ আস্‌বে? তুমি তার জন্যে কি এনেছ? আমি কেমন কপ্‌পুরের মালা এনেচি, দেখ।"

গৃহিণীর সকল ক্রোধ সেই বালকের উপর গিয়া পড়িল, তিনি ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ন্যাকা ছেলে, কেবল দিদিভাই, দিদিভাই! ওর শত পুরুষের দিদিভাই! জাতের মধ্যে কিছু নেই,কিসের দিদি তার ঠিক নেই! লোকের বুড়ো হ'লে মতিভ্রম হয়, তা এঁর ত এখুনি হয়েছে। না জেনে, না শুনে অত বড় বুড়ী ধাড়ীকে ঘরে রাখা হ'ল। এই ত পুণ্যি কোরে

এলুম, শ্রীক্ষেত্রে গেলুম—কি হবে? আবার ত সেই অজাতের মেয়ে নিয়ে ঘর কোত্তে হবে।"

অমিয় এইসব বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় বলিল, "হাঁ মা, তুমি দিদি-ভাইয়ের জন্যে কি এনেচ?"

গৃহিণী সম্মুখের পুটুলি হইতে কয়গাছা চুড়ি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নে তোর সখের দিদি-ভায়ের জন্যে এই এনিচি। এখান থেকে পালা, নইলে মার খেয়ে মর্‌বি।

রামলোচনবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,"তা তোমার অত ভাবতে হবে না গো, শীলা নিজের পথ নিজে চিনে নিয়েচে। সে আর তোমার বাড়ী আসবে না।"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

রামলোচন। শীলা প্রভাতচন্দ্রের বাড়ী থেকে চলে গেছে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির, বাড়ীতে আছে। সুপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই সে থাক্‌বে। সে আর এখানে আসবে না।

গৃহিণী। কি মেয়ে গো! তখুনি বলেছিলুম, এ রকম বুড়ো মেয়ে এত দিন পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নি, ও সব পারে! তা সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে এখানে তার বাপ পাঠিয়েছেন্, সে অন্যের সঙ্গে বিয়ে কোর্ব্বে বল্লেই বুঝি হবে? যাওনা, তুমি গিয়ে ধরে নিয়ে এসো না। কেমন বড় লোক কুটুম হবে, খেয়ে থোবে ঢের। অই দেখনা, সে দিন কত খাবার-দাবার পাঠালে, তাদের পুখুরের মাছ, বাগানের ফল, তরিতরকারী। এমন ছেড়ে কোথাকার লক্ষীছাড়ার সঙ্গে বে কর্ত্তে যাবে কেন? যাও, আর দাঁড়িয়ে কেন? তাকে ধরে আন! যখন দাদা তোমার বাড়ী পাঠিয়েছেন, তখন আমাদের মতে চল্‌তে হবে। কোথাকার ভুঁই ফুঁড় মেয়ে! দেখ্‌তে মুখচোরা, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। পেটে পেটে ফন্দি কত! এরি মধ্যে নিজে বিয়ের ঠিক্ করে বস্‌লেন। অবাক্-ছিষ্টি! ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নায় মরি। আমার মেয়ে হোলে নুন খাইয়ে মার্ত্তুম! আমার মনীর বিয়ে দিলুম, বাছা কোন্ সেই সাত পাড়াগাঁতে পড়েছে, মুখে রা নেই; কত লজ্জা-সরম! কারো সঙ্গে কথা কইতে জানে না। আর এ মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়া খিঙ্গী। ও সব বাপু তখনই বলেছিলুম সুবিধের নয়। ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দাও, আপদ্ চুকে যাক্। দুর্গা, শ্রীহরি! কোথায় ছিরিখেত্তর বেড়িয়ে এলুম, এসে একটু শান্তি পাব, তা নয়, এই আবার ঝঞ্ঝাট্ ঘট্‌লো!

রামলোচন। ওগো সে তোমার বাড়ীতে আর আস্‌বে না, তার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে। এত চট্‌ছো কেন? আপদ্-জঞ্জাল ত তোমার ঠাকুর দেবতার কাছে মানস করায় বিদেয় হয়েছে, আর দুঃখু কেন?

গৃহিণী। হাঁ গো হা, দরদ্ আছে, যাবে কোথায়? এক রক্তের দুখান হয়ে দুভাই তোমরা। এই যে কথায় বলে,"মোষের সিং বাঁকা তা জোড়বার সময় একা।" নিজে দাদার বিয়ের পর কত কাণ্ড, কত রসাতল করেছিলে, ঠাকুরুণের কাছে কি সব শুনি নি? সব শুনিচি। এখন ভাইঝির ওপর বড় টান! তা তোমার ভাইঝিকে তুমি গিয়ে দান" কোরো, পিতৃ-পিতামহের কুল উদ্ধার হয়ে যাবে।

রামলোচন। সব সময় আমার এত বকুনি ভাল লাগে না। বক্‌বার কি তোমার সময় অসময় নেই। শীলা, যাই হোক্, আমার ভাইঝি—এটুকু তোমার যেন মনে থাকে।

গৃহিণী। (মুখ বক্র করিয়া) মরণ আর কি

ভাইঝির! শত-জন্মের অরুচি! ওকে সকলকার সামনে ভাইঝি বলে পরিচয় দিও না—লজ্জা হবে যে!

রামলোচন। কেন ভাইঝি বল্‌বার অযোগ্য কিসে? অমন লক্ষীর মত সুন্দরী মেয়ে আমাদের বংশে নেই! বাঙালীর ঘরে ক'জন অমন আছে? কত শান্ত, নম্র! এত লেখাপড়া-জানা মেয়ে কত নম্র! তোমার তাকে পছন্দ হবে কেন?

গৃহিণী। রূপ নিয়ে ধুয়ে খেও, ঘরে বাতি দিও, কুল উদ্ধার হয়ে যাবে। অমন রূপে আমার কাজনেই।

রামলোচন। খুব বকো, গায়ের যত জালা আছে ঢালো। তোমার অম্বলের কেন ব্যাম, এখন বুঝিচি।

গৃহিণী। (চক্ষে বসন দিয়া) হাঁ হাঁ, আমাদের সব ন্যাকামি, আমাদের সব ভিরকুটি। আমরা ত আর লক্ষীর মত সুন্দর নই। তা যাও,—তুমি এখান থেকে যাও।"

রামলোচনবাবু বিরক্ত হইয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এমন সময় অন্তরাল হইতে বামুন-বৌ মুখে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্তরাল হইতে সব শুনিতেছিলেন। বামুন-বৌ অত্যন্ত শুচিবাই লোক। তিনি পথ চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইবার মত হন; তাঁহার চরণ রাখিবার স্থান অতিকষ্টে হয়। পথে কুটাটি পর্য্যন্ত মাড়াইবেন না। সারাদিন বাসন ধুইতে ধুইতে হস্ত দুটি যেন নষ্ট হইতে বসিয়াছে। খাইয়া শুইয়া কোনও মতে স্বস্তি নাই। তিনি আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র গৃহিণী ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া গলবস্ত্রে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বোস্ দিদি, বোস!"

বামুন-বৌ। কেমন তিরথি করা হোলো? শুনুম অসুখ করছিল, কর্ত্তা গেছেলেন বুঝি।

গৃহিণী। (হাসিয়া) হাঁ, শরীরটে ভাল ছিল না; তা ছাড়া কর্ত্তারও যে তিনবার হোলো, সেই জন্যে আমি তুলসীকে বোলে টেলিগেরাপ করিয়েছিলুম।

বামুন-বৌ। তা বোন্, তোমার শরির ত কখখুনি ভাল নয়, কত টায়ে-টোয়ে আছ; তা সব ভাল ত?

গৃহিণী। হাঁ দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সব ভাল।

বামুন-বৌ। বলি তুলসীর মা! একবার আমার ওখানে যাস্ বাছা! আমার কালী শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে; তা এই ক'দিনের কড়ারে এসেচে। জামাই এসে কাল্ পরশুর মধ্যেই নিয়ে যাবে।

তুলসীর মাতা। (চুপি চুপি) জামাই কি করে দিদি?

বামুন-বৌ। কি করে জানিনে. কোন আপিসের খেজাঞ্চি না কি! তা বেশ পায়; আশী টাকা মাইনে। কালীর কি ঘর ছেড়ে আস্‌বার যো আছে? একদণ্ড চলে না। বাড়ীতে আবার গরু আছে, তাদের সেবা যত্ন হয় না, বুড়ি শাশুড়ী সে দিন শুনচি রাধ্‌তে গিয়ে পুড়ে মরেচে সব সুখ আছে, ওই পোড়া বুড়ী বড় জ্বালায় মলেই বালাই যায়।"

গৃহিণী। আমার কিন্তু এ জ্বালা নেই। ননীর শাশুড়ী ত ননীর মুটোর মধ্যে; ননীকে ভাল ও বাসে খুব। বউ যেন তার চোখের মণি! নাতিকে এক দণ্ড চোখের আড় কোর্ত্তে পারে না। বুড়ো লোক ভাল। খুব যত্ন আয়িত্তি করে।

বামুন বৌ। (গৃহিণীর প্রতি) হাঁ গা, তো[illegible] সেই ম্যাম্ ভাসুর-ঝি কোথায়?

গৃহিণী। তার কথা আর বোলো না সে কি আমাদের জাতের মেয়ে যে, তার [illegible] আমার ভাব্‌না? সে দিব্যি সুখে আছে।

বামুন বৌ। হাগা, সে নাকি নিজের বর খুঁজে চলে গেছে ?

গৃহিণী। এখনো বিয়ে হয় নি, হবে। বাপে যে ছেলে পছন্দ করেছিল, তাতে মন ওঠে নি, অন্যের সঙ্গে বে হবে।

বামুন বৌ। হাগা, তা মেয়েরা বিয়ের আগেই বরের ঘর করে নাকি ? এ কোন্ দেশী কথা ?

গৃহিণী। ঘর কোর্ব্বে কেন ? সে ত অন্যের বাড়ী আছে।

তুলসীর মাজা। তা ঠাকুর-ঝি, তোমরা যেতে দিলে কেন ?

গৃহিণী। কি বল সে বৌ, বুঝতে পারি না। শুনতো সে মেয়ে কাউকে মানে না, সে নিজে পছন্দ করে বিয়ে কোর্ব্বে !

বামুন বৌ। একি মগের মুল্লুক নাকি যে, তার যা ইচ্ছে হবে তাই কোর্ব্বে ? মেয়ে মানুষের একি বাড় !

গৃহিণী। ও কথায় আর কাজ নেই বাছা ! অত কথা বল না। ছিরিক্ষেত্তর গেলুম, সেখানে দেখ বাপু জাতের বিচের নেই। যার খুসী সে অন্যের মুখে ভোগ তুলে দিচ্ছে।

বামুন বৌ। তা তোমার ভাসুরঝিকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও না। সেইখানে বেশ থাকলে, জেতের ভয় থাকবে না।

গৃহিণী। (ভ্রাতৃজায়ার প্রতি) বউ, সেই খিড়কের বাটিটা দিদিকে দাও ত। আর ওই পাকে শাল-পাতে-মোড়া ভোগ আছে দাও ত।

বামুন বৌ। (ঈষৎ হাসিয়া) বেঁচে থাক বোন, পাকা মাথায় সিঁদুর পড়। হাতের নো অক্ষয় হ'ক। অমি রাঁধা হোক। আমার কথাও মনে … এনেছ, কত ভাগ্যি আমার ! আমি … তুর বাড়ি, সব ভুলে গেছ।

গৃহিণী। আমি কি তোমার কথা ভুলতে পারি দিদি ?

বামুন বৌ। তুমি কত গুণের, তা কি জানি নে বোন্ ! মায়ের পেটের বোনেও এমন করে না। তা এর দাম কত ?

গৃহিণী মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ; ভাবিতেছিলেন যে, দামটা বলিবেন কিনা, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বধুর এই স্তুতি-বাক্যে মন গলিয়া যাওয়ায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না দিদি, দাম আর দিতে হবে না।"

ব্রাহ্মণী। (হাসিয়া) তা, আমি কি তোমার গুণের কথা জানি নে বোন্। দয়ার শরির্ তোমার ; বামুনদিদির ওপর কত স্নেহ, তা কি আমি জানি নে ?

এমন সময় অমিয় আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা !"

গৃহিণী। কেন ? আবার কি চাই ? একদণ্ড সোয়াস্তিতে বসতে দিবি নে নাকি ?

অমিয়। মা, আমি বাবার সঙ্গে দিদি-ভায়ের কাছে যাব ?

গৃহিণী। আবার দিদি-ভাই, না যেতে হবে না।

অমিয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, একবার যাই। তুমি বল্লেই বাবা নিয়ে যাবেন।

বামুন বৌ। আহা ! যেতে দাও না বোন ! কচি ছেলে পায়ে পড়ছে, যেতে দাও।

গৃহিণীর উত্তরের প্রতিক্ষায় মলিন-মুখে বালক দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা, কিন্তু সঙ্গে কোরে আনিস ; না হলে রক্ষা রাখ্‌বো না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

সেমিরামিস্।

প্রায় চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেমিরামিস-নাম্নী জনৈকা রমণী এসিয়া-মাইনরস্থিত সিরিয়া-রাজ্যের অন্তর্গত এস্কেলন Ascalon) নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত নানা-পৌরাণিক আখ্যায়িকার অস্পষ্ট আবরণে আবৃত। সুপ্রাচীন-ইতিহাসবেত্তা ডিওডোরাস (Diodorus) ঐ সমস্ত অতিপ্রকৃত ঘটনাগুলিকে অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আসিরীয়-রাজ নীমরডের পুত্র নীনাস্ আফ্রিকা-মহাদেশান্তর্গত ঈজিপ্ট-প্রদেশ অধিকারের পর বাক্ট্রিয়ান্-রাজ্য অবরোধ করেন। বাক্ট্রিয়ান্‌গণ তখন হীনবীর্য্য ছিলেন না। এজন্য নীনাসের অগণিত সৈন্য-সমাবেশ, অপরিমিত বলবীর্য্য, অতুল বিজয়কীর্ত্তি, সকলই বাক্ট্রিয়ানগণের যুদ্ধকৌশলের নিকট অবলুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী নীনাসের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন;—নীনাসের বিজয়লক্ষ্মীরূপে তাঁহার জনৈক প্রধান-সেনাপতির সহধর্ম্মিণী সেমিরামিস্ যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিলেন। সেমিরামিসের অদ্ভুত সৈন্য-পরিচালনা-গুণে বাক্ট্রিয়ান্‌গণ পরাজিত হইল,—নীনাস্ বিজয়-বরমাল্যে বিভূষিত হইলেন। এই বীরা নারীর অসমসাহসিকতা, সুনিপুণ সমর-কৌশল, বীরোচিত সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া সম্রাট্ অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন। সেমিরামিসের স্বামী স্বকীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতি রাজার এই বিমোহন-ভাব দেখিয়া আত্মহত্যা করিলে, নীনাস্ পরম সমাদরে সেমিরামিস্‌কে আপনার পত্নীত্বে বরণ করিলেন।

অতঃপর সেমিরামিস্ নীনাস্-প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিনেভা-নগরীতে মহিষীরূপে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সেমিরামিসের গর্ভে নীনাসের নীনীয়াস-নামে একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অল্পদিন পরে নীনাসের মৃত্যু হওয়ায় সেমিরামিস্ স্বয়ং আসিরিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সেমিরামিস্ আসিরিয়ার যশঃসূর্য্য। তাঁহার বিয়াল্লিশ-বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব-কাল আসিরিয়ার সৌভাগ্য-গগনে সর্ব্বপ্রধান ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। তাঁহার যুগ-যুগান্তরব্যাপী কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে ডাঃ প্রিডো (Dr. Prideaun), হিরোডোটাসের ইতিহাস অবলম্বনে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুর আক্রমণে অজেয় রাখিবার মানসে, সেমিরামিস্ স্বীয় রাজধানী বেবিলন-নগরীকে নানাভাবে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সমচতুষ্কোণ প্রাচীর-দ্বারা বেবিলন্ পরিবেষ্টিত করেন। এই প্রাচীর উচ্চতায় সাড়ে তিনশত ফিট, স্থূলতায় ৮৭ ফিট, এবং ইহার প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্যে ১৫ (পনের) মাইল। এই সমচতুষ্কোণ প্রাচীরের প্রত্যেক দিকে ২৫টী করিয়া অতিশয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাংস-বিনির্ম্মিত গুরুভার সিংহদ্বার অবস্থাপিত হয়। প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে, সহরের মধ্য দিয়া বিপরীত দিকের সিংহদ্বার-পর্য্যন্ত এক-একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হওয়ায়, উক্ত ৫০টী প্রশস্ত রাজপথ বেবিলন-সহরটীকে ৬৭৬টী সমচতুষ্কোণ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। ইউফ্রেটিস্-নদীর একটী শাখার উপরেই বেবিলন্ নগরী অবস্থিত। এই নদীর উপর একটী বিস্ময়াবহ প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। মেগাস্থিনিস্ (Megas-

thenes) বলেন, এই সেতু নেবুকাডনেজার (Nebuchadnezzer) দ্বারা নির্ম্মিত; পরন্তু হিরোডোটসের মতে ইহা নেবুকাডনেজারের পুত্রবধূ নাইটোক্রিস্ই (Nitocris) ইহার নির্ম্মাত্রী। পৃথিবীর আশ্চর্য্যজনক পদার্থের মধ্যে বেবিলনের পুষ্পস্থিত উদ্যান, নেবুকাডনেজার আপন পত্নী এমিটিসের (Amytis) সন্তোষ-বিধানার্থ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার ভিত্তিভূমি সেমিরামিসই স্থাপন করিয়া যান। বেলাস-দেবের মন্দির সেমিরামিসের বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যে বস্তুবিস্তরের নিমিত্ত ইহা চির-প্রসিদ্ধ, তাহার মূলে সেমিরামিস্। সেমিরামিসের মৃত্যুর প্রায় দেড়-সহস্র বৎসর পরে, যখন আসিরিয়ার সৌভাগ্যগগন অন্ধকারাবৃত, তখন পারস্যরাজ মহাপ্রতাপ জারাক্সিস্ (Xerxes) এই মন্দিরের সকল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান এবং বাবিলনের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্দার (Alexander) ভারত-জয়ের পর বেবিলনে অবস্থিতি-কালে সেমিরামিসের ধ্বংসোন্মুখ কীর্ত্তি-শৈলের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু হা ভাগ্য! কার্য্যারম্ভের অল্পদিন পরেই গুণগ্রাহী বীরশ্রেষ্ঠ ইহলীলা সংবরণ করেন।

রাজধানীর এই সমস্ত সৌষ্ঠব-সাধনের পর সেমিরামিস্ রাজ্যালঙ্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। স্বামী-পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, তিনি ইথিওপিয়া (Æthiopia) দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উহার প্রায় সমগ্র অংশই অধিকার করিয়া লন। এই স্থানেই প্রাচীন-জগতের সুবিখ্যাত জুপিটার এমন (Jupiter Ammon) দেবের মন্দির সংস্থাপিত।

সেমিরামিসের শেষ যুদ্ধযাত্রা আমাদের এই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে। ব্যাক্ট্রা (Bactra) নামক জনৈক বিশ্বস্ত সেনাপতি এই ভারতাভিযানের উপযোগী সেনাসংগ্রহে তৎপর হন। অতঃপর অগণিত সৈন্য এবং অসংখ্য উষ্ট্র ও অশ্ব সহ সেমিরামিস্ সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন। সে যুগে সিন্ধু এমন জলাবদ্ধ মন্থর গতি ছিল না; যৌবনাবেগের ভীমদর্পে সিন্ধু তখনও পরিপূর্ণ। সেমিরামিস্ সে যুগের সেই প্রচণ্ড বলদৃপ্ত ভয়ঙ্কর সিন্ধুর খরস্রোত ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তদানীন্তন কৌশলশালী সুচতুর ভারতরাজ সেচ্ছায় প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেমিরামিস আপনার এই জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুস্থানের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবামাত্র, ভারতরাজ এই বীরা নারীর সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিলেন। ভগ্ন-মনোরথ হইয়া সেমিরামিস্ মাত্র প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ভারত-যুদ্ধে তাঁহার বহু অর্থব্যয় এবং লোকক্ষয়ও হইয়াছিল। সেমিরামিসের পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও বীরই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার ১৭০০ বৎসর পরে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন।

সেমিরামিসের প্রজাবাৎসল্যের নিদর্শন আসিরিয়ার নানা স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং কতিপয় প্রস্তর-মূর্ত্তি ও অসংখ্য অনুশাসন-লিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়া ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সেমিরামিস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর উপর কত বিপদ-ঝঞ্ঝাবাত, কত সংগ্রাম, কত আগ্নেয়োৎপাত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেমিরামিসের কীর্ত্তিচোখ এখনও অটুট—এখনও সকল কীর্ত্তি-গৌরবের

মধ্যে শুভ্রতম। বিংশ-শতাব্দীর এই স্বর্ণ-যুগে ভেদী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি-সৌধের সমীপে হর্ষোৎফুল দণ্ডায়মান হইয়া এখনও আমরা তাঁহার সেই অভ্র- হৃদয়ে অবনতশির। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।'

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

বীর-বরণ।

মহাসিন্ধু-পারে
সে মহা-সমরে
　　নিতি কত বীর স্বর্গে চলি যায়!
দেশের কল্যাণে,
যশের কারণে,
　　কে যাবি সেখানে আয়, আয়, আয়!
যশের কিরীট
মস্তকে পরিতে
　　বিজয়-গৌরব আনিতে জিনিয়া,
বঙ্গ-বীরগণ
আনন্দিত মন,
　　বীর-সাজে আজি চলেছে সাজিয়া!
চলেছে নৃপেন,
চলেছে ভূপেন,
　　চলিয়াছে এই কত যুবদল!—
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য
ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য
　　দেখায়ে ভারত করিবে উজ্জ্বল।
হেরিয়া সে দৃশ্য
চমকিবে বিশ্ব—
　　বিস্ময়ে জগৎ চাহিয়া রহিবে!
বাঙালীর পণ,
বাঙালীর আশা
হইবে সফল, বাসনা পূরিবে।
এস পুরবালা!
সযতনে আজি
　　বঙ্গ-বীর-গণে কর গো বরণ!
জয়-মাল্য দাও
গলে পরাইয়ে
　　ললাটে পরাও বিজয়-চন্দন।
সধবা বিধবা
যে হও সে হও,
　　নাই এতে মানা, এস নারীগণ!
আজি শুভ-দিনে
পূজি বীর-গণে
কর গো সকলে সফল জীবন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

* ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, বঙ্গীয় যুবকগণের যুদ্ধ-যাত্রোপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত হইল। লেঃ।

মাতৃস্নেহ। *

নানাপ্রকার সম্বন্ধের ভিত্তির উপর মানব-সমাজ সংস্থাপিত। এখানে রাজায়-প্রজায়, প্রভু-ভৃত্যে, বন্ধুতে বন্ধুতে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিতে এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবীয় মনোবৃত্তি-সকল, এই সমুদয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইয়া মানব-সমাজ সংগঠন এবং মানবের মনুষ্যত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার প্রায় প্রত্যেকটী সম্বন্ধের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া "মানুষ" তাহার পশুত্বের পরিচয়ও প্রদান করিতেছে। কেবল জননীর অপত্যস্নেহ কোনও দেশে, কোনও কালে পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ, মলিনতা বা স্বার্থপরতায় কলুষিত হয় নাই। জগতের দুঃখ-দৈন্য, বিপদ্-প্রলোভন, কোনও দেশে কোনও কালে মাতৃস্নেহকে বিচলিত করিতে পারে নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, সহোদর ভ্রাতা পরমশত্রুরূপে পরিণত হইতে পারে, সন্তান পিতামাতার অবাধ্য অবমাননাকারী ও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, সংসারের আর আর সমুদয় সম্বন্ধ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জননীর সন্তানবাৎসল্য কোনও অবস্থায় কোনও কারণেই হ্রাস কিংবা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। সন্তান যখন মাংসপিণ্ডবিশেষ-মাত্র তখন হইতেই জননীর স্নেহব্যাকুল হৃদয় ইহার কল্যাণ-কামনায় রত হয়; বস্তুতই ইহা তাঁহার নিকট "সমস্ত সংসার-সিন্ধু মথিত অমৃত।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, ততক্ষণ অপনার ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতার ভাবনা তাঁহার মনে ঘুণাক্ষরেও উদিত হয় না। সন্তান পীড়িত হইলে, জননীকে সেই রুগ্ন সন্তান অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কত বিনিদ্র-রজনী তিনি সন্তানের রোগক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া অতিবাহিত করেন, কম্পিত হৃদয়ে কম্পিতহস্তে কত আশঙ্কার সহিত কত সন্তর্পণে তিনি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করেন, কত ব্যাকুলভাবে তিনি তাহাকে একটুক আরামে রাখিতে চেষ্টা করেন!—সংসারের অন্য কোনও বিষয়ে তখন তাঁহার জ্রক্ষেপ থাকে না। তাহারপর সেই সন্তান যদি রোগমুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে কালগ্রাসে পতিত হয়, জননীর চক্ষে তখন এই পৃথিবী অসীম শূন্য হইয়া যায়—তাঁহার জীবনভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কালক্রমে মানুষ সকল দুঃখ-বিপদ্ই ভুলিতে পারে, কিন্তু জননীর হৃদয়ের এই গভীর ক্ষত কালের প্রলেপেও শুষ্ক হইবার নহে। পৃথিবীর অন্যান্য শোক-দুঃখের গভীরতা—ভীষণতা বুঝাইবার জন্য, মায়ের সন্তান-শোকের সহিত তাহাদিগকে তুলনা করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই বোধ হয়, শূন্য মাতৃহৃদয়ের তৃষিত হাহাকারের মত করুণ-মর্ম্মভেদী হইতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য সম্বন্ধ যতবড় উচ্চ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হউক না কেন, এমন নিঃস্বার্থ স্বর্গীয়

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রথমশ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা।)

ভালবাসা—এমন আত্মহারা ব্যাকুলতা,—এমন সহিষ্ণুতা, এত ত্যাগস্বীকার আর কিছুতেই দেখা যায় না। জননী কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে শুধু সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য তাহাকে স্নেহ করেন, কিরূপ নিঃস্বার্থ—কিরূপ অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার সেবায়, তাহার পরিচর্য্যায়, তাহার মঙ্গলচেষ্টায় একটু একটু করিয়া নিজের জীবনখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, কিরূপভাবে তাঁহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও হৃদয়ের সমস্তটুকু আগ্রহ প্রদান করিয়া তাহার জীবনপথের বাধা-বিঘ্ন দূর করিতে প্রয়াস পান, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাস্তবিক পৃথিবীর সাধারণ মনুষ্যগণের ভিতর অপার্থিব জিনিব যদি কিছু থাকে, তাহা এই স্বার্থপরতার লেশবিহীন পবিত্র মাতৃস্নেহ।

স্তন্যদানে, স্নেহগুণে, ক্রমে ক্রমে জননী যেমন তাঁহার অপোগণ্ড শিশুটিকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা ও উদ্বেগও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কারণ, শিশুর তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়। সন্তানের অভাব-সমুদয় পূরণ করিতে না পারিলে, স্নেহময়ী জননী যে কি অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি না দেখিলে অনুভব করা যায় না। ক্রমে ক্রমে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যে প্রকারেরই হউক, একটী চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, এবং তদনুসারে সে পরিচিত জনমণ্ডলী ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে প্রশংসা বা নিন্দা, আদর বা অনাদর, ভালবাসা বা ঘৃণা, যাহা হয়, লাভ করে। জননী তখন সন্তানকে সকলের প্রিয়পাত্র দেখিলে, তাহার প্রশংসাবাদ শুনিলে, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সন্তানের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্নেহকরুণ হৃদয় সন্তানের প্রতি বিমুখ হয় না। সংসারের সাধু-অসাধু ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, এবং প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণ ও মনুষ্য-কুল-কলঙ্ক-স্বরূপ ব্যক্তিগণ—সকলেই মাতৃ-হৃদয়ের সমান স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভের অধিকারী। অবশ্য, ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনে তাহার মাতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জননীগণও যে বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি সেস্থানেও মাতার মাতৃমূর্ত্তি অতুলনীয়া, তাঁহার স্নেহের মহিমা অবর্ণনীয়। সংসারের তাপিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত ব্যক্তিগণের মাতৃক্রোড় একমাত্র বিশ্রাম-স্থল। আপনাদিগের কর্ম্মফলে অথবা সংসারের ঘটনাচক্রে পড়িয়া সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যতদিন মাতা বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার অক্লান্ত মঙ্গলচেষ্টা, তাঁহার স্নেহময় বাক্য মানুষকে ততদিন সংসারের কর্ম্মব্যস্ততা ও নানাবিধ দুঃখ-বিপদের মধ্যেও এক অপার্থিব শান্তি প্রদান করে।

যে ব্যক্তি জন্মিয়া অবধি মাতা কি বস্তু তাহা জানে না, তাহার জীবনের সেই নিদারুণ ক্ষতি কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে। বিশিষ্ট গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমের ফলে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিলে সংসারেও সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সত্য, অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে সুখ-ভোগের বিবিধ উপাদান এবং বন্ধু-বান্ধবাদিও সে লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শৈশবে কৈশোরে যৌবনে—জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরীক্ষায়, বিশেষতঃ সংসারের বিবেচনায় দীন নগণ্য অকিঞ্চিৎকর জীবনভার বহন করিলে, কাহারও স্নেহব্যাকুল হৃদয় সকল অবস্থায়

সমভাবে তাহার ভাবনা ভাবিবে না। সংসারের অন্যান্য প্রত্যেকটী সম্বন্ধ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। মানুষ জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে সংসারকে যতটুকু ভালবাসা দিতে ও সংসারের যতটুকু উপকার করিতে পারে, প্রতিদানে সংসার হইতে ঠিক ততটুকুই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ স্বর্গীয় পদার্থ—এই মাতৃস্নেহ! সন্তানকে আত্মহারাভাবে স্নেহ করিয়া—অক্লান্তভাবে তাহার মঙ্গল বিধান করিয়াই মাতৃস্নেহের সার্থকতা, ইহাতেই মায়ের পরিতৃপ্তি! সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননীকে কত প্রকার কষ্ট ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর কত প্রকার অবস্থা, হয় ত কত দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সন্তান পালন করিতে হয়, কিন্তু সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা যে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধিত হইবে, এরূপ কল্পনা কোন কালেও কোন জননীর মনে স্থান পায় না। সন্তানের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার সমুদয় দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ সার্থক হয় এবং নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ সমুদয় দুঃখতাপ-লাঘব-কর এই মাতৃস্নেহ যে জীবনে কখন অনুভব করে নাই সে বস্তুতই হতভাগ্য। জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রতি-পাদ-বিক্ষেপে সে মায়ের অভাব অনুভব করিতে পারে, এবং বুঝিতে পারে যে এই সংসারে তাহার যে একটুক স্থান, সে কেবল তাহার যোগ্যতার অনুপাতে মাত্র। তাহার অযোগ্যতা, অক্ষমতা, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে স্নেহ ও শান্তি-দান করিবার মত কেহই এই পৃথিবীতে নাই। মায়ের অভাব কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে, মায়ের ঋণ কেহ কখনও শোধ করিতে পারে না।

কিন্তু এমন সব পাষণ্ডের ভারও পৃথিবী বহন করেন, যাহারা মায়ের অপরিমিত স্নেহ, অবিশ্রান্ত কল্যাণ-কামনার বিষয় মনে স্থান দিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকারে তাঁহার মনে আঘাত দিয়া থাকে—মায়ের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করে না, মাতা কোনও অন্যায় অসঙ্গত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। যাহা হউক, তাহাদের এই প্রকার পাশবিকতা সত্ত্বেও মাতৃ-স্নেহের মহিমা হ্রাস হয় না, কিন্তু বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

মাতৃস্নেহের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যে কেবল মনুষ্য-সমাজেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, মানবেতর-প্রাণি-সমাজেও মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষিমাতা প্রভৃতিরা কিরূপ যত্নের সহিত তাহাদিগের শাবক প্রতিপালন করে সে বিষয়ে—এমন কি শার্দ্দূলী প্রভৃতির সন্তান-বাৎসল্য সম্বন্ধেও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। সন্তান যত দিন পর্য্যন্ত না স্বকীয় আহার-সংগ্রহে সমর্থ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ইতরপ্রাণীর সন্তান-বাৎসল্য; কিন্তু আমাদিগের জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও কিছুতেই তাঁহার স্নেহ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমরা যত বড়ই হই না কেন, চিরকাল তাঁহার নিকট সেই আদরের শিশু।

দেশে দেশে কালে কালে কত কাব্য, কত সাহিত্য, আমাদিগের মায়ের স্নেহের মহিমা কীর্ত্তন করিতে বিফল-প্রয়াস পাইয়াছে। বস্তুতঃ মানবের বর্ণনাশক্তি, মানবের লেখনী এখানে পরাভূত, মানবের মন এখানে ভক্তি ও বিস্ময়ে অবনত! মৃত্যু যাহাদিগকে মাতৃস্নেহস্বরূপ সৌভাগ্য-লাভের অধিকার হইতে এখন পর্য্যন্ত বঞ্চিত করে নাই, মায়ের অজস্র অনাবিল স্নেহ শুধু অনুভব ভিন্ন ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, মায়ের অপরিশোধনীয় স্নেহঋণে ঋণী থাকা ভিন্ন তাহা শোধ করিতে না পারিলেও, সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহাদের মাতৃস্নেহের অপার্থিবতা, অমূল্যতা,

অনুপম-মধুরতা, মায়ের ত্যাগস্বীকার, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সন্তানের জন্য তাঁহার নিয়ত কল্যাণ-কামনা প্রভৃতি হৃদয়ে অন্ততঃ সর্ব্বদা জাগরূক রাখা উচিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত কবির সেই মহাবাক্য—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শ্রী চপলা দেবী। *

মাধবীর প্রতি। †

তোর ক্ষীণ আশালোকে
এতদিন বেঁধেছিনু প্রাণ,
আজি সব ফুরাইল
জীবনের সুখস্বপ্ন-গান।

জনক হৃদয়হীন
ব্যথা তাঁর বাজে না তেমন,
জননী সন্তান ছাড়ি
কত পারে সহিতে বেদন?

সোদর "শিশির" ‡ তব
এক রত্তি ক্ষীণ-বল হায়!
ধরণীর খর তাপে
ভয় হয় শুকাইয়ে যায়!

তুমি যে আঁধারে আলো—
দুখিনীর নয়নের তারা,
ছিল সাধ তোমা হেরি
বিশ্রাম লভিবে দেহ-কারা।

হায় বৎস! যবে আমি
"মাধবেরে" করিয়া স্মরণ,
শেষ মহাশ্বাস ত্যজি
ধীরে ধীরে মুদিব নয়ন,

হয়ত তখনো তুই
বন্দী হয়ে র'বি পর-করে;
হায়রে মাধবি! তোরে
পাব না-ক এ জন্মের তরে!

---

* ডাঃ খাস্তগীর মহাশয়ের স্কুলের নবম-শ্রেণীর ছাত্রী।

† এই কবিতাটি লেখিকার অন্তিম-রোগশয্যায় লিখিত "বৈশাখী"-নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে সঙ্কলিত হইল। "মাধবী" তাঁহার নবপ্রকাশিত কাব্য; পুস্তকখানি প্রকাশে অযথা বিলম্ব হওয়ায় এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল।

‡ লেখিকার বাল্যকালে রচিত একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য।

হায় বৎস ! কে বুঝিবে
হৃদয়ের ভীষণ দাহন,
দীন আমি নাহি সাধ্য
ও দাসত্ব করিতে মোচন।

কেন রে ধনীর গৃহে
হ'ল না-ক জনম তোমার,
আজি এ অভাবে তব
বহিত না নয়নে আসার !

শরতে যে-দিন সবে
মেতেছিল মার আগমনে,
আমিও আশায় তোর
কাটায়েছি নিশি জাগরণে।

নিঠুর নিয়তি মোর !
মিটে নিকো হৃদয়ের আশ,
অঞ্চলে মুছিয়া অশ্রু
গেছে দিন ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

শরৎ হেমন্ত আসি
একে একে করিল গমন,
বসন্তেও তোর সনে
হবে না-ক হয়ত মিলন !

হায় বৎস ! এ জীবনে
হেরিব না তোর মুখ আর,
ধরণী স্বার্থের দাস,
ঘুচিবে কি দাসত্ব তোমার ?

মরণ পরেও মম
যদি রে ফিরিস্ ঘরে কভু,
বিমাতার স্নেহ যত্নে
মার স্মৃতি ভুলিস্ না তবু।

দিনান্তে জনক-পদে
জননীর সকরুণ স্মৃতি,
জাগায়ে তুলিস্ বৎস !
দগ্ধ প্রাণে পাব তবে প্রীতি।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ অধ্যায়।

মিতব্যয়িতা।

অপব্যয়ের বিপরীত মিতব্যয়। কৃপণতাকে মিতব্যয় বলে না। পেট কাটিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে মিতব্যয় হয় না। অযথা খরচ না করা, অথবা অনাবশ্যক বস্তু ক্রয় না করাকেই মিতব্যয় কহে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অমিতব্যয়িতা একটী মহৎ দোষ। অর্থ উপার্জ্জন করা পুরুষের কার্য্য, কিন্তু ব্যয়ের ভার স্ত্রীলোকের উপর। মহিলাগণ যদি অপব্যয়ী হন, তবে সংসারে সুখ থাকিতে পারে না। বিলাসিতা অপব্যয়ের একটি প্রধান কারণ। নব্য-রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অধিক। কেশরঞ্জন, পমেটম্, এসেন্স, সাবান, চিকের রুমাল প্রভৃতি বিলাসোপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই লালায়িতা। অবস্থায় কুলাইলে এ-গুলিতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে, এ-গুলি অর্জ্জন করার ন্যায় মহাভ্রম আর নাই। যে সকল রমণী এরূপ অমিতব্যয়কে দেখিয়াও দেখে না, তাহারা অর্থ-সম্বন্ধে স্বামীর বিশ্বাস-ভাজন হইবার উপযুক্তা নহে।

অভ্যাস-দ্বারা সকল বৃত্তিই আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং, মিতব্যয়কেও অভ্যাস-দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে, অনবধানতা এবং অপব্যয়ের কু-অভ্যাস অলক্ষিতে জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা মিতব্যয়িতা-দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে। সময়, স্বাস্থ্য, অর্থ—সকলই মিতব্যয়িতার অধীন। এইজন্য পৃথিবীতে ইহার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ আর নাই। মানব মিতব্যয়ী হইলে, তাহার মনে এক প্রকার সন্তোষ জন্মে এবং তদ্দ্বারা সে দীর্ঘজীবন লাভ করে। অমিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন; সুতরাং, সামান্য বিপৎপাতে তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু মিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন বলিয়া, হঠাৎ কোনও বিপদে তাঁহারা ভীত হন না। পূর্ণমুদ্রা একেবারে জমান সুকঠিন, কিন্তু যদি পয়সার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে তবে টাকা স্বতঃই সঞ্চিত হইবে। যখন বিন্দু-বিন্দু বারি লইয়া অপার জলধির সৃষ্টি হয়, যখন সামান্য সামান্য বালুকণা লইয়া সাগরের উপকূল গঠিত হয়, তখন সামান্য সামান্য বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিলে যে, মহান্ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লোককে টাকা জমাইতে দেখিলে, নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া তাহার দুর্নাম রটাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত নহে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, ধন অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। চাঞ্চল্য, দীর্ঘসূত্রতা, অনবধানতা ও ভবিষ্যদদৃষ্টি-হীনতা কর্ম্ম পণ্ড করিবার প্রধান উপকরণ। পরন্তু

দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কার্য্য "হচ্ছে হবে" করিয়া দীর্ঘসূত্রী ব্যর্থমনোরথ হয় ; কিন্তু উদ্যমী পুরুষ সঙ্কল্পিত কার্য্যকে অচিরে সমাধা করিয়া ইষ্টলাভ করেন। মিতব্যয়িতা জগতের আশীর্ব্বাদ এবং অপব্যয় অভিসম্পাত-স্বরূপ।

এই সকল কারণের জন্য মানবের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অর্থে মিতব্যয়ী হইলে চলিবে না; সময়, সামর্থ্য, অর্থ, আহার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। এগুলির মধ্যে কোন একটিতেও অপব্যয়ী হইলে মানবের সুখের অন্তরায় ঘটে। সকল প্রকার অপব্যয়ের উপরতি মানবের ইহকালে ও পরকালে সুখের কারণ হইয়া থাকে। মিতব্যয়িতায় অভ্যস্ত হইলে মানবকে চিন্তা বা কষ্টের অধীন হইতে হয় না। ইহাদ্বারা মানবের আত্মনির্ভর-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মান, সৌভাগ্য ও কার্য্যকারিত্ব-শক্তি অচিরে মানবকে আশ্রয় করে। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী মানবের সামান্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। সংসারে কিছুই হেয় নহে। সামান্য সামান্য করিয়াই নর-নারীর উন্নতি হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় না করিলেই, মিতব্যয়িতা স্বতঃই আয়ত্ত হইয়া থাকে। নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে হইলে, "ইহা আমার আবশ্যক কি না", "ইহা আমার ক্রয় করা উচিত কি না" ইত্যাদি নানাপ্রশ্ন মনে জাগরিত হয়, কিন্তু ধারে ক্রয় করিলে এ-সকল প্রশ্ন উঠে না। ধার অপরিমিততার জনক। সংসারে অভাবের যতই বৃদ্ধি করিবে, ততই সুখ দূরে পলায়ন করিবে। যাহার অভাব যত কম সে ততই সুখী। খরচের একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই আন্দাজ-মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি সেই খরচে সঙ্কুলান না হয়, তবে কোন্ বিষয় হইতে খরচের হ্রাস করিলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। এইরূপে অভাবের হ্রাস করিলে খরচেরও হ্রাস হইবে।

শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্বামীর সহিত ব্যয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করা স্ত্রীর উচিত। খরচের জন্য কতকগুলি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেই, কিছু দিনে জানিতে পারিবে যে, তদ্দ্বারা তোমার সকল খরচ চলিবে কি না।

মানব যদি দৈব-বশে নির্ধন হইয়া পড়ে তবে তাহার কোনও দোষ নাই, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সঞ্চিত ধনের হ্রস্বতা সম্পাদন করে, তবে তাহার মত হস্তিমূর্খ জগতে আর নাই। অনেকে লোক-দেখান বাবু অথবা ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দরিদ্রতার কবলে পতিত হইয়াছে। বরং সংসারে নগণ্য থাকাও শ্রেয়ঃ, পরন্তু লোক-দৃষ্টিতে ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দেউলিয়া হওয়া উচিত নহে। ধনহীন হইয়া সংসারে থাকা যে কি জ্বালা, তাহা যাহারা ভুগিয়াছে তাহারাই জানে।

আয় বুঝিয়া ব্যয় করা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অন্য একটি উপায়। আয়াতিরিক্ত খরচের অনিবার্য্য ফল ঋণ। ঋণগ্রাহীর দিবস-রজনী অশান্তিতে যায়। ঋণ গ্রহণ করার দুর্গুণ অনেক। প্রথমতঃ, ঋণী ব্যক্তিকে লোকনিন্দার ভাজন হইতে হয় ; দ্বিতীয়তঃ, সুদ দিতে দিতে অস্থির হইতে হয়, তৃতীয়তঃ অবমাননা তাহার নিত্য-সহচর হইয়া পড়ে, চতুর্থতঃ ঋণগ্রাহীর মিথ্যা কথার অভ্যাস জন্মে, পঞ্চমতঃ ঋণদাতার নিকট ঋণী ব্যক্তিকে সদাই জড় থাকিতে হয় এবং ষষ্ঠতঃ সমগ্র পরিবারের উপর

বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা হয়। ঋণগ্রহণের ত এত জ্বালা। ঋণ লইবার পূর্ব্বেও যে জ্বালা নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। লোকের স্তাবকতা না করিলে ঋণ পাওয়া দুর্ঘট; সুতরাং সেই স্তাবকতা করিতে যাইয়া নিজের সময় নষ্ট ত হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত নিজেকে হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার উপরি ও মুখনাড়া না দিয়া লোকে কর্জ্জ দেয় না; সুতরাং তাহাও নীরবে সহ্য করিতে হয়।

যত আয় তত ব্যয় করিবে না, বরং আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। সামান্য আয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে, সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক। মিতব্যয়িতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তি জাতির কেন্দ্রস্বরূপ। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কি ধনী, কি গরীব, সকলেরই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অবশ্য ব্যয় করিতেই হইবে, কিন্তু তা বলিয়া অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে। বারিধারার ন্যায় আকাশ হইতে অর্থ পতিত হয় না। অতিকষ্টে তাহা সঞ্চয় করিতে হয়। দিনে যদি এক আনাও জমাইতে পারে তাহাও শ্রেয়। এইরূপে ৩০ বা চল্লিশ বৎসরে তোমার অনেক টাকা জমিয়া যাইবে। অলঙ্কার গড়াইয়া যাহারা মনে করেন যে, কিছু সঞ্চয় করা গেল, তাহারা ভ্রান্ত। স্বর্ণকারের মজুরী ও অলঙ্কারের পান বাদ দিলে আসল হইতে অনেক টাকা কমিয়া যায়। ইহার উপর কিছু দিন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিতে যাইলে, তাহার যথার্থ মূল্য হইতে আরও কিছু হ্রস্বতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অলঙ্কার গড়াইয়া সঞ্চয় করা অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে মূলধন ত বজায় রহিলই, অধিকন্তু সুদ আসিতে লাগিল। এইরূপ সঞ্চয়ই যথার্থ সঞ্চয়-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের আয় অধিক, তাহারা ধনী নহে; বরং যাহারা আয় হইতে সঞ্চয় করে তাহারাই যথার্থ ধনী।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

হিতকথা।

অতিসামান্য কর্ম্ম করিবার সময়েও লক্ষ্য অতি উচ্চ রাখিও। ক্ষুদ্র আপদ্ বিপদেও অসীম শান্তি হারাইও না।

স্বার্থপরতা স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে।

যত বেশী আমোদ করিবে, তত বেশী জড়তা লাভ করিবে।

যাহা কঠিন বলিয়া আজ করিতেছ না, কাল তাহা দ্বিগুণ কঠিন হইবে।

মধুসমাধি। *

বিদেশী বিধর্ম্মী মাঝে স্বদেশের মহাকবি
অনন্ত সুপ্তির কোলে আছেন সমাধি লভি'!
মনে হয়, এ একান্তে কি নিঃসঙ্গ কবিবর—
আপন আবাসভূমে অচেনা অজ্ঞাত পর!

মধুচক্র-রচয়িতা, গৌড়ের গৌরব-রবি
আবৃত প্রাবৃট্‌জালে—বিষাদ-করুণ-ছবি!
জননীর সুত-রত্ন, বাঙাল যে মাতৃ-মান,
তাঁর একি নির্ব্বাসন—তাঁর একি প্রতিদান!

বাঙ্গালী-পথিক কোথা, কবির আহ্বানে হায়,
দাঁড়াবে বারেক হেথা সসম্ভ্রমে মুগ্ধ-প্রায়!
সবাকার শীর্ষে যাঁর মহিম-মণ্ডিত স্থান,
কোন্ প্রান্তে পড়ে তিনি, কে রাখে সে অভিজ্ঞান!

কভু কোন ভক্ত শুধু, এ দীন ভক্তের সম
নীরবে গাঁথিয়ে আনে অশ্রু-মাল্য নিরুপম!
ভক্তি আর শ্রদ্ধা-ভরে কবিরে অর্চ্চিয়ে তায়
তেমতি নীরবে বুঝি ক্ষুব্ধ-চিত্তে ফিরে যায়!

তারপর স্তব্ধ সব শব্দহীন সুগভীর,
নির্জ্জনে একাকী কবি অলক্ষিতে জগতীর!
'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদ' দান যাঁর—
তাঁর প্রতি বাঙ্গলার একি যোগ্য-ব্যবহার!

বাণীর মন্দির যদি হেথা হ'ত বিনির্ম্মিত,
কবির বিগ্রহ তায় হ'ত যদি প্রতিষ্ঠিত,
মিলিত প্রত্যহ যদি বাণীর সেবকগণ
কবির প্রাণদ-ব্রতে সমর্পিতে প্রাণ-মন!—

তবে ত কবির হ'ত উপযুক্ত সমাদর,
হাসিত কবির আত্মা উজলিয়া চরাচর!
তাঁর দেশবাসী বলে বিশ্বজনে পরিচয়
পারিতাম দিতে গর্ব্বে তবে মোরা সুনিশ্চয়!

জানি না সফল কভু হবে কি এ স্বপ্ন মোর,
হীনতার নিদর্শন ঘুচিবে কলঙ্ক ঘোর!
যদি কভু নেমে আসে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ধন্য হব লভি তবে মধু-কবি-পরসাদ!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ দূরে দাঁড়াইয়া শীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শীলা নতমুখে ছিল। উভয়েই নীরব, কে কথা কহিবে তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন না। শীলা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল সুপ্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া আছেন,—সে দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ অঙ্কিত! শীলার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান পাইতে কি আনন্দ! তাহার

* (কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহাকবি মধুসূদনের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।)

মুখে ভালবাসার ভাব অঙ্কিত দেখিতে, চক্ষের দৃষ্টিতে ভালবাসা প্রভাসিত দেখিতে কত ইচ্ছা হয়! দৃষ্টি যায়, আর যেন ফিরে না! লৌহ ও চুম্বকের যে আকর্ষণী শক্তি, তাহা যেন এই সময় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। একজন টানিতেছে, আর একজন ছুটিতেছে! মুখের ভাষায় যে কথা বলা যায় না, একবার চক্ষের দৃষ্টিতে তাহা বুঝা যায়! উভয়েই যেন স্বপ্নাহত হইয়া রহিলেন তাহার পর সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপ্‌নি কি অসুস্থ বোধ কর্‌চেন্?"

শীলা। না, এখন ভাল আছি। বড়ই ভয় পেয়েছিলাম। আপনি কখন্ এলেন্?

সুপ্রকাশ। আমি আজ সকাল থেকেই এখানে আছি। আমি পাশের ঘরেই ছিলাম। আপনি যখন গান গাইতেছিলেন, ঐ পর্দার পাশেই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলাম। অবশ্য, আপনি তা জানতেও পারতেন না। আমার আপনার সাম্‌নে আস্‌বার ইচ্ছাও ছিল না।

শীলা এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিল, "কেন?"

সুপ্রকাশ। কেন?—তাও কি বেল্‌তে হবে? আপনি যখন সুব্রতের মনোনীতা পত্নী হ'বেন বোলে সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে এসেছেন, আর যখন শুন্‌লাম আপনার পিতারও তাই ইচ্ছা ছিল, তখন কি আমার আপ্‌নার পথে অবরোধক স্বরূপ থাকা ভাল? কোথায় সুব্রত—আর কোথায় আমি! সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত, রূপে গুণে কেউ তার সমকক্ষ নেই। তার সঙ্গে বিবাহে আপ্‌নি সুখী হবেন ভেবেছিলুম—কিন্তু আজ—।

শীলা। (কম্পিত কণ্ঠে) আজ এখন সব শুনেছেন আশা করি।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আজ যখন শুন্‌লুম, সেই অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী সুব্রতের কাতর মিনতিতেও তোমার মন গল্‌ল না, যখন দেখ্‌লাম সে তোমায় পীড়ন কর্‌ছে এবং তোমায় অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন আর আত্মগোপন কর্‌তে পার্‌লাম না। শীলা! ক্ষমা কর—শীলা বল্লাম। তুমি জান না যে, দিনরাত সর্ব্বদাই আমার প্রাণের তন্ত্রী 'শীলা'-নাম জপমালা করেছে। যে মুহূর্ত্তে সেই নদীতীরে তোমায় দেখেছি, তখনি আমার সমস্ত হৃদয় তুমি অধিকার করেছ। এই দরিদ্র ভিখিরী আজ তোমার চরণতলে; শীলা, তুমি কি তাকে গ্রহণ কর্‌বে?

শীলার হৃদয় আনন্দে গর্ব্বে যেন ভরিয়া গেল, সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শুধু একবার চাহিল, তাহার পর বলিল, "আপ্‌নি আর আমায় লজ্জা দেবেন না, আপ্‌নি ত সব শুনেছেন—।"

সুপ্রকাশ শীলার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া তাহার দুইটি হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়ের মনে হইল যেন উভয়ের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! স্পর্শে এত সুখ! সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুনিছি এই দরিদ্র ভিখারী নামহীন সুপ্রকাশের জন্যে তুমি অত আদর গ্রহণ কর্‌লে না; কিন্তু এ যে আমার আশার অতীত। ঐ সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে এই ভিখারীকে নিয়ে দরিদ্রের কুটীরে কি তুমি সুখী হবে? বল বল শীলা, আমি কি এ আশা কর্‌ব?"

শীলা দুই হস্তে আপনার মুখ আচ্ছাদিত করিল। সুপ্রকাশ পুনরায় তাহার দুইটি হস্ত আপনার হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমার আশা কি বিফল হবে? একবার বল—?"

শীলা। আপ্‌নার কি আশা জানি না, তবে আমায় কেন জিজ্ঞাসা কোরে লজ্জা দিচ্ছেন? আপনি যখন জানেন, তবে কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—?

সুপ্রকাশ। তবু একবার শুনি।

শীলা। আপ্‌নি যদি আমায় গ্রহণ করেন,

আমি সুখী হব। আপ্‌নার কথা আমি কি করে বোলব?

সুপ্রকাশের মুখে যেন আনন্দ-জ্যোতি প্রকাশিত হইল! উভয়ের হৃদয়ের ভার যেন কোন্ দূর হইতে দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেল! কতক্ষণ পরে সুপ্রকাশ বলিলেন, শীলা, কি দেখে তুমি আমায় ভালবাসলে?"

শীলা। আপ্‌নি কি দেখে আমায় ভালবাস্‌লেন?

সুপ্রকাশ। আবার 'আপ্‌নি'?—তা হবে না। বল 'তুমি', না হলে আজ আমি তোমায় ছেড়ে দোব না।

শীলা। এখন মাসীমার কাছে যাই।

সুপ্রকাশ। তা হবে না, আমি ছাড়্‌ব না। জান ত, সুব্রত একটা প্রতিজ্ঞার জন্যে কি কর্‌তেছিল!

শীলা। (হাসিয়া) তাই বুঝি আপনারও?

সুপ্রকাশ। আবার—? না, তা হবে না!

শীলা। আচ্ছা, তাই বুঝি তোমার অত রাগ হয়েছে? তাই প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে?

সুপ্রকাশ। আমি কিন্তু তোমায় আর বেশী দিন ছেড়ে দোব না; কে আবার এসে অধিকার চাহিবে। আমি কালই নোটিশ দেব, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের বিবাহ কোর্ত্তে হবে। তারপর তোমাকে আমার কুড়ে ঘর আলো কোরে থাকৃতে হবে।

শীলা। কুড়ে ঘর হ'লেই বুঝি, দুঃখ হয়? আমি ত ঐশ্বর্য্যের লোভ করি নি। আমি যা চেয়েছিলুম তাই পেয়েছি;—আর কিছু চাই না।

সুপ্রকাশ। তোমার নিজের কষ্ট হবে, সামান্যভাবে থাক্‌তে হবে, নিজের হাতে কত কাজ কোর্ত্তে হবে, কত টানাটানি কোরে ঘর-সংসার চালাতে হবে।

শীলা। কেবল ঐ কথা! আমি কি তোমার ঐশ্বর্য্য চেয়েছি, না আশা কোরে আছি?" আমার দরিদ্রের কুঁড়েই ভাল। আমি কেবল যা চাই, তাতে যেন বঞ্চিত না হই। এইটুকু পেলেই হবে।

সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া শীলার প্রতি চাহিলেন, উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল,—যেন প্রাণের মধ্যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গেল।

সুপ্রকাশ বলিলেন, "সে—কি?"

শীলা (নতমুখে)। তুমি নিজেকে দরিদ্র ভিখারী বোলে যা চাচ্ছ, আমিও নিজেকে দরিদ্রা ভিখারিণী বোলেই তারই আশা কোরে আছি।

সুপ্রকাশ। আমাদের এ আশার স্বপ্ন যেন সত্য হয়। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে যেন আমরা এ-ভাবেই থাকি। ধনী সুব্রত আজ কি হারিয়ে চলে গেল, আর দরিদ্র সুপ্রকাশ আজ কি ধনেই ধনী হল, তা কি কেউ বুঝ্‌বে?

শীলা। আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমায় পেয়ে যে আপ্‌নি সুখী হবেন মনে কর্‌ছেন, তা যদি হন—।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আবার—'আপনি'? আমি আজ ছাড়্‌ব না।

এমন সময় একজন আয়া দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল, "আপনাকে মেম্ সাহেব ডাকছেন।"

সুপ্রকাশ শীলার সহিত উঠিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলেন ও বলিলেন, "আজ আপ্‌নার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি। এই দেখুন আমার 'কনে'। আপ্‌নার ভাবনা ছিল।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (আনন্দের সহিত) আমি ত আগে থেকেই জানি, যাতে তোমার দৃষ্টি, তাতে কি অন্যের দৃষ্টি সইবে?—তা সব বলেছ?

সুপ্রকাশ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিলেন।

তাঁহার দৃষ্টিতে যেন কি কথা বুঝিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা এসো, যার হাতে পড়বে সে তোমায় চিরসুখী করবে। যেমন না জেনে, না শুনে, নিজেকে সুপ্রকাশের হাতে স'পে দিলে, ভগবান্ তোমায় সুখী কোর্ব্বেন।

সুপ্রকাশ। তবে গরীবের ঘর কোর্ত্তে হবে। এ ত আর সুব্রত নয়। না, তা শীলার তাতে অমত নেই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) তা বই কি, কুঁড়েতে থাক্‌তে হবে, ঘর নিকুতে হবে, কত কি কোর্ত্তে হবে! তোমার হাতে যে পড়্‌বে, তাকে অনেক ভোগ ভুগ্‌তে হবে। তবে মনের সুখে ত বাধা পড়বে না?

সুপ্রকাশ। শীলাকে আপ্‌নার কাছেই এ কয় দিন রাখুন, আর রামলোচনবাবুর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমি কালই নোটিস্ দেব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এই পণ ছিল বিয়ে কোর্ব্বে না, আর এরি মধ্যে এত শীগ্‌গীর বিয়ের জন্যে ব্যতিব্যস্ত। এখন প্রভাতের মাকে কি বোল্‌বো?

সুপ্রকাশ। বল্‌বেন আর কি? শীলা ত এখন বড় হয়েছে; ও যখন সুব্রতকে কোন মতে বিয়ে কোর্ব্বে না বল্‌ছে, তখন জোর করে কে বিবাহ দেবে? আমি ত এতদিন গা ঢাকা দিয়েই ছিলুম, যখন দেখ্‌লুম, প্রকাশ না হ'লে নয়, তখন প্রকাশ হলুম।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। একেবারে সুপ্রকাশ হও না কেন?

সুপ্রকাশ। শীলা, তুমি নিজে বল, এখানে থাকবে; না হ'লে তোমার মাসীমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শীলা। (মৃদুকণ্ঠে) আমায় দয়া কোরে স্থান দিলেই আমি সুখী হব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দয়া করে [illegible] —দয়া করে তুমি থাকবে, না, আমি দয়া করে রাখ্‌ব? আচ্ছা, দয়াটা এখন আমার দিক্ দিয়েই থাক্।

হঠাৎ সবেগে দ্বার খুলিয়া গেল। প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের সেইভাবে থাকিতে দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "শীলা, তুমি যাও নি কেন? আবার আমাদের নিতে আসতে হ'ল!"

শীলা সুপ্রকাশের দিকে চাহিলে, সুপ্রকাশ উঠিয়া বলিলেন, "শীলা ত তখন মিঃ বসুকে বলে দিল, সে যাবে না। তিনি কি তা বলেন নি?

প্রভাতচন্দ্র। আপ্‌নি চুপ করুন, আপ্‌নার মতামতে আমাদের আবশ্যক নেই। আপ্‌নাকে কেই বা চেনে, আর কেই বা আপ্‌নার সঙ্গে কথা কয়? মাঝখানে থেকে কথা কওয়া কি ভদ্রতা? তা যদি বোধ থাকবে, তবে এমনভাবে ভদ্র পরিবারে কেন মিশতে আস্‌বেন?

সুপ্রকাশ কৌতুকপূর্ণ নেত্রে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে একবার চাহিয়া তাহার পর বলিলেন, "ক্ষমা করবেন, ভুল হয়ে গেছে। যা বলেছেন ও ঠিক, অভদ্র হলে ভদ্রতার সীমা শীঘ্রই অতিক্রম করতে হয়।"

প্রভাতের মা। এখন শীলা, বাড়ী চল। কাল তোমার কাকারা আস্‌বেন, কাল তাঁর বাড়ী তুমি যেও। তারপর তোমার যেখানে খুসী যেও, যা খুসী কোরো।

শীলা। আমায় মাপ্ করুন, আমি আপ্‌নাদের সঙ্গে যেতে পার্ব্বো না।

প্রভাতের মা। তা কোন মতে হবে না। (মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি) দিদি! তোমাদেরই বা এ কি রকম বুদ্ধি? জানছ, আমাদের ছেলের বৌ কোরবো বলে, কত সাধ করে ওকে আন্‌লাম, আর তুমি কিনা এখানে বসে ঘটকালী করছ! এই কি

তোমার উচিত হল ? কে জানে, আমরা ওসব ভাল বুঝি না। আমাদের ঘরের সব কথাগুলি জানবে, শেষে অন্যের কাজে তা লাগাবে। কোথায় আমার সুব্রত, তার সঙ্গে তোমার সুপ্রকাশ রায় ? যার নাম কেউ শোনে নি, যার ঘর-বাড়ীর ঠিকানা নেই, সেই তোমার আপ্‌নার হল ? মেয়েটির সর্ব্বনাশ কোরে কি লাভ হবে ? (আপন মনে) যার বাবা বলে গেছেন, সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হবেন, সেই বা কেমন মেয়ে বুঝতে পারি না ! এই সব দেখে শুনে একালের ওপর ঘেন্না জন্মায়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কি দস্যিই হচ্ছে, বাবা ভাই কাউকে মানে না। ইংরিজী লেখাপড়া শিখলেই বুঝি, বিবিয়ানা না কল্লে হয় না ? যা হোক্ বাছা, তুমি যা কোত্তে হয় কোরো, আজ ত আমার সঙ্গে চল।

শীলা। আমায় মাপ কোর্ব্বেন, আমি আর আপনাদের বাড়ী যেতে পার্ব্বো না। (সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) আমি কি আর ওখানে যাব ?

প্রভাতের মা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) ও কোথাকার কে যে ওর মত চাইছ ? আমি নিয়ে গেলে ওর সাধ্যি কি যে ও তোমায় আট্‌কে রাখে ? নে, প্রভাত, চল্, আর বেশী বাক্যি-ব্যয়ে কাজ নেই। (শীলার প্রতি) আচ্ছা, আজ ত চল, কাল তখন যা কোর্ত্তে হয় কোরো।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া শীলার হাত ধরিয়া তুলিয়া, প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "আপনারা যান; শীলা যাবে না। শীলা তার কাকার বাড়ীও যাবে না; এখন মিসেস ব্যানার্জ্জির কাছেই থাক্‌বে।

প্রভাতের মা। ও—এত দূর—! তা বল্লেই ত হত। তা তুমি কে যে শীলার ওপর এত প্রভুত্ব তোমার,—তাই বল না ?

সুপ্রকাশ। শীলা আমায় বিবাহ কর্‌তে প্রতি-শ্রুত হয়েছে। এই মাসের শেষেই আমাদের বিয়ে হবে। শীলার কাকাকে কাল বোল্‌বেন, এ বিষয় তাঁর যা করবার কোর্‌বেন।

প্রভাতের মাতা ক্রোধে ও নৈরাশ্যে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে দ্রুত-পদে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রভাতচন্দ্রও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কোচ্‌ম্যানকে শীঘ্র গাড়ী আনিতে বলিয়া, গাড়ীতে উঠিয়াই গাড়ী সজোরে চালাইতে হুকুম দিলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

(১৫)

তাহার পরদিন রামলোচনবাবু সস্ত্রীক পুরী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বাড়ী আসিয়াই প্রভাত চন্দ্রের এক সুদীর্ঘ পত্রে জানিলেন যে, শীলা তাঁহাদের বাটীতে নাই, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে আছে; এবং সে সুব্রতকে বিবাহ করিবে না, সুপ্রকাশের সহিত সে তাহার বিবাহের ঠিক করিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহার মনে বিশেষ কোনও ভাবোদয় হইল না। শীলার প্রতি যে তাঁহার মায়া হইয়াছে, তাহার কারণ—দাদার মেয়ে ত বটে, কেমন ধনীর ঘরে বিবাহ হইতেছিল, তাহা না করিয়া এ কি কাণ্ড বাধাইয়াছে ! তা সে মেয়ের কি দোষ ! দাদারই ত সব দোষ। ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করিয়াছেন, বিবিয়ানা শিক্ষা দিয়াছেন। সে কি কর্ব্বে ? মেয়েটি ত লক্ষ্মী। এখন সুপ্রকাশকে কি করা যায় ? যদি শাসন করিতে যান, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ! তাঁহার প্রভুর বন্ধু। মিঃ রায়ের অনুগ্রহে তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে। এখনও ম্যানেজারির আশা আছে। সে দিন পুরীতে মিঃ রায়ের এটর্নী পত্রে জানিয়াছেন যে, মিঃ রায় সুপ্রকাশের হস্তেই ম্যানেজার নির্ব্বা-চনের ভার দিয়াছেন। এখন যদি শীলার জন্য

তাহাকে কটু কথা বলা যায়, তাহা হইলে চাকুরিটীর আশা একেবারে নাস্তি। ও-দিকে শীলাও বয়ঃপ্রাপ্তা, সে লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে; অধিকন্তু দুই হাজার টাকাও লইয়া যাইবে। যাহা তাহাদের ইচ্ছা করুক, তিনি এ বিষয়ে আর কথা কহিবেন না, এই স্থির করিলেন; শুধু একবার গিয়া দেখিয়া যাহা ব্যবস্থা করিতে হয় করিবেন। তিনি বিষণ্ণমুখে চিন্তিত অন্তরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী তখন তাঁহার দ্রব্য-সম্ভার চারিদিকে ছড়াইয়া লইয়া বসিয়াছেন। একগলা ঘোমটা টানিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া ননদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। শৈলী ও তাহার ছোট ভাই কতকগুলি ঝিনুক লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে।

গৃহিণী। হাঁ গা, বৌ, আমার সব জিনিস-পত্তর খোল্সাল হ'ল কেন? সেই পিতুরে বাটীটা কোথায় গেল? গয়েশ্বরী ছ'খানাই বা রাখ্‌লে কোথায়?

ভ্রাতৃ-বধূ ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল, "ওতেই আছে ঠাকুর্ঝি, একবার খুঁজে দেখ না।"

গৃহিণী। তোমাদের বাপু বোলে পারা যায় না। আমার জিনিসের সঙ্গে বস্তুর সব মিশিও না; তা না হলে যে তোমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। তোমাদের ত এত লোককে দিতে-থুতেও হবে না, আর খোঁটা খেতেও হবে না। বামুনদিদি আমায় যে বাটীতে বলেছিল, 'খুব ভারী লোহাপানা বাটী', সেটা গেল কোথা? ওরে তুলসী, আয় না বাছা! এই পোঁট্‌লাটা খোল্‌ না!

গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র তুলসী আসিয়া বলিল, "পিসীমা তোমার ত সব তাড়া-তাড়ি। এই ত বাপু নেয়ে-খেয়ে একটু জিরোতে গেছি, আবার তুলসী তুলসী কোরে চেঁচাতে লাগলে। একদিন যে তুলসীর বিরাম নেই। তুলসীর যে প্রাণান্ত কোরে ছেড়েছ।"

পোঁটলা খুলিয়া কতকগুলি কাঁসার বাসন বাহির হইল দেখিয়া বউ বলিল, "এই নাও ঠাকুরঝি, তোমার বাসন; আমরা কি তোমার জিনিস নিতে পারি?"

গৃহিণী। ও কি অনাছিষ্টি কথা! আমি কি বলেছিলুম তোমরা চুরি করেছ? লোকদের কেমন স্বভাব, যত কর মন পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া গৃহিণী মুখ ভার করিয়া রহিলেন। তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি অপরিষ্কার কাপড়ের পুঁটুলী, একটি ভাঙ্গা মত টিনের বাক্সে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটি ধামাতে কতকগুলি ফল-মূল রহিয়াছে। তিনি সেগুলিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

তুলসী বলিল, "এখন আর কি কোর্ব্বো পিসীমা?

গৃহিণী। তোমার আর কিছু কোর্ত্তে হবে না; তোমার মা ত এখুনি খোঁটা দেবেন।

বউ। ঠাকুর্ঝি, রাগ কর কেন ভাই? আমার দোষ হয়ে থাকে, আমায় বক। ও কি অপরাধ কল্লে?

গৃহিণী। "হাঁ গো হাঁ, আমি কেবল সকলকে বকি, আমার ত কাজ নেই। আমার যেমন কপাল—!" এই বলিয়া তিনি ললাটে হস্তার্পণ করিলেন। এমন সময় অমিয় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ মা, দিদি ভাই কখন্ আস্‌বে?-তুমি তার জন্যে কি এনেছ? আমি কেমন কপ্‌থুরের মালা এনেচি, দেখ।"

গৃহিণীর সকল ক্রোধ সেই বালকের উপর গিয়া পড়িল, তিনি ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাকা ছেলে, কেবল দিদিভাই, দিদিভাই! ওর শত পুরুষের দিদিভাই! জাতের মধ্যে কিছু নেই, কিসের দিদি তার ঠিক নেই! লোকের বুড়ো হ'লে মতিভ্রম হয়, তা এঁর ত এখুনি হয়েছে। না জেনে, না শুনে অত বড় বুড়ী ধাড়ীকে ঘরে রাখা হ'ল; এই ত পুণ্যি কোরে

এলুম, শ্রীক্ষেত্রে গেলুম—কি হবে? আবার ত সেই অজাতের মেয়ে নিয়ে ঘর কোত্তে হবে।"

অমিয় এইসব বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় বলিল, "হাঁ মা, তুমি দিদি-ভাইয়ের জন্যে কি এনেচ?"

গৃহিণী সম্মুখের পুঁটুলি হইতে কয়গাছা চুড়ি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নে তোর সখের দিদি-ভায়ের জন্যে এই এনিচি। এখান থেকে পালা, নইলে মার খেয়ে মরবি।

রামলোচনবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,"তা তোমার অত ভাবতে হবে না গো, শীলা নিজের পথ নিজে চিনে নিয়েচে। সে আর তোমার বাড়ী আসবে না।"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

রামলোচন। শীলা প্রভাতচন্দ্রের বাড়ী থেকে চলে গেছে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে আছে। সুপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই সে থাকবে। সে আর এখানে আসবে না।

গৃহিণী। কি মেয়ে গো! তখুনি বলেছিলুম, এ রকম বুড়ো মেয়ে এত দিন পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নি, ও সব পারে! তা সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে এখানে তার বাপ্ পাঠিয়েছেন, সে অন্যের সঙ্গে বিয়ে কোর্ব্বে বল্লেই বুঝি হবে? যাওনা, তুমি গিয়ে ধরে নিয়ে এসো না। কেমন বড় লোক কুটুম্ব হবে, দেবে থোবে ঢের। এই দেখনা, সে দিন কত খাবার-দাবার পাঠালে, তাদের পুখুরের মাছ, বাগানের ফল, তরিতরকারী! এমন ছেড়ে কোথাকার লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে বে কর্ত্তে যাবে কেন? যাও আর দাঁড়িয়ে কেন? তাকে ধরে আন। যখন দাদা তোমার বাড়ী পাঠিয়েছেন, তখন আমাদের মতে চলতে হবে। কোথাকার ছুঁড়ি মেয়ে! দেখতে মুখচোরা, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। পেটে পেটে ফন্দি কত! এরি মধ্যে নিজে বিয়ের ঠিক্ করে বসলেন! অবাক ছিষ্টি! ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নায় মরি ৷ আমার মেয়ে হোলে নুন খাইয়ে মার্ত্তুম! আমার ননীর বিয়ে দিলুম, বাছা কোন্ সেই সাত পাড়াগাঁতে পড়েছে, মুখে রা নেই; কত লজ্জা-সরম! কারো সঙ্গে কথা কইতে জানে না। আর এ মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়া ধিঙ্গী। ও সব বাপু তখনই বলেছিলুম সুবিধের নয়। ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দাও, আপদ্ চুকে যাক্। দুর্গা, শ্রীহরি! কোথায় ছিরিখেত্তর বেড়িয়ে এলুম, এসে একটু শান্তি পাব, তা নয়, এই আবার ঝঞ্ঝাট্ ঘট্‌লো!

রামলোচন। ওগো সে তোমার বাড়ীতে আর আসবে না, তার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে। এত চট্‌ছো কেন? আপদ্-জঞ্জাল ত তোমার ঠাকুর দেবতার কাছে মানস করুম বিদেয় হয়েছে, আর দুঃখু কেন?

গৃহিণী। হাঁ গো হাঁ, দরদ্ আছে, যাবে কোথায়? এক রক্তের দুখান হয়ে দুভাই তোমরা! এই যে কথায় বলে,"ষাঁড়ের সিং বাঁকা তা জোড়বার সময় একা।" নিজে দাদার বিয়ের পর কত কাণ্ড, কত রসাতল করেছিলে, ঠাকুরুণের কাছে কি সব শুনি নি? সব শুনিচি। এখন ভাইঝির ওপর বড় টান। তা তোমার ভাইঝিকে তুমি গিয়ে মান কোরো, পিতৃ-পিতামহের কুল উদ্ধার হয়ে যাবে।

রামলোচন। সব সময় আমার এত বকুনি ভাল লাগে না। বক্‌বার কি তোমার সময় অসময় নেই। শীলা, যাই হোক, আমার ভাইঝি—এটুকু তোমার যেন মনে থাকে।

গৃহিণী। (মুখ বক্র করিয়া) বড় আর কি

ভাইঝির ! শত-জন্মের অরুচি ! ওকে সকলকার সামনে ভাইঝি বলে পরিচয় দিও , না—লজ্জা হবে যে !

রামলোচন। কেন ভাইঝি বল্‌বার অযোগ্য কিসে ? অমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী মেয়ে আমাদের বংশে নেই। বাঙালীর ঘরে ক'জন অমন আছে ? কত শান্ত, নম্র ! এত লেখাপড়া-জানা মেয়ে কত নম্র ! তোমার তাকে পছন্দ হবে কেন ?

গৃহিণী। রূপ নিয়ে ধুয়ে খেও,ঘরে বাতি দিও,কুল উদ্ধার হয়ে যাবে। অমন রূপে আমার কাজনেই

রামলোচন। খুব বকো, গায়ের যত জালা আছে ঢালো। তোমার অম্বলের কেন ব্যাম, এখন বুঝিচি।

গৃহিণী। (চক্ষে বসন দিয়া) হাঁ হাঁ, আমাদের সব জ্যাঠামি, আমাদের সব ভিরকুটি। আমরা ত আর লক্ষ্মীর মত সুন্দর নই। তা যাও,—তুমি এখান থেকে যাও।"

রামলোচনবাবু বিরক্ত হইয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এমন সময় অন্তরাল হইতে বামুন-বৌ মুখে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্তরাল হইতে সব শুনিতেছিলেন। বামুন-বৌ অত্যন্ত শুচিবাই লোক। তিনি পথ চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইবার মত হন ; তাঁহার চরণ রাখিবার স্থান অতিকষ্টে হয়। পথে কুটাটি পর্য্যন্ত মাড়াইবেন না। সারাদিন বাসন ধুইতে ধুইতে হস্ত দুটি যেন নষ্ট হইতে বসিয়াছে। খাইয়া শুইয়া কোনও মতে স্বস্তি নাই। তিনি আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র গৃহিণী ও তাঁহার ভাতৃজায়া গলবস্ত্রে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বোস দিদি, বোস।"

বামুন-বৌ। কেমন, তিরথি করা হোলো ? শুনলুম অসুখ করছিল, কর্ত্তা গেছলেন বুঝি।

গৃহিণী। (হাসিয়া) হাঁ, শরীরটে ভাল ছিল না ; তা ছাড়া কর্ত্তারও যে তিনবার হোলো, সেই জন্যে আমি তুলসীকে বোলে টেলিগেরাপ করিয়েছিলুম।

বামুন-বৌ। তা বোন, তোমার শরিল ত কখ্‌খুনি ভাল নয়, কত টায়ে-টোয়ে আছ ; তা সব ভাল ত ?

গৃহিণী। হাঁ দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সব ভাল।

বামুন-বৌ। বলি তুলসীর মা ! একবার আমার ওখানে যাস্ বাছা ! আমার কালী শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে ; তা এই ক'দিনের কড়ারে এসেচে। জামাই এসে কাল্ পরশুর মধ্যেই নিয়ে যাবে।

তুলসীর মাতা। (চুপি চুপি) জামাই কি করে দিদি ?

বামুন-বৌ। কি করে জানিনে, কোন আপিসের খেজাঞ্চি না কি ! তা বেশ পায় ; আশী টাকা মাইনে। কালীর কি ঘর ছেড়ে আস্‌বার যো আছে ? একদণ্ড চলে না। বাড়ীতে আবার গরু আছে, তাদের সেবা যত্ন হয় না, বুড়ী শাশুড়ী সে দিন শুক্‌চি রাধ্‌তে গিয়ে পুড়ে মরেচে। সব সুখ আছে, ওই পোড়া বুড়ী বড় জ্বালায়। মলেই বালাই যায়।"

গৃহিণী। আমার কিন্তু এ জ্বালা নেই। ননীর শাশুড়ী ত ননীর মুঠোর মধ্যে ; ননীকে ভাল ও বাসে খুব। বউ যেন তার চোখের মণি ! নাতিকে ত একদণ্ড চোখের আড় কোর্ত্তে পারে না। বুড়োও লোক ভাল। খুব যত্ন আত্তিত্তি করে।

বামুন বৌ। (গৃহিণীর প্রতি) হাঁ গা, তোমার সেই ম্যাম্ ভাসুর-ঝি কোথায় ?

গৃহিণী। তার কথা আর বোলো না দিদি ! সে কি আমাদের জাতের মেয়ে যে, তার জন্যে আমার ভাব্‌না ? সে দিব্যি সুখে আছে।

বামুন বৌ। হাঁগা, সে নাকি নিজের বর করে চলে গেছে?

গৃহিণী। এখনো বিয়ে হয় নি, হবে। বাপে যে ছেলে পছন্দ করেছিল, তাতে মন ওঠে নি, অন্যের সঙ্গে বে হবে।

বামুন বৌ। হাঁগা, তা মেয়েরা বিয়ের আগেই বরের ঘর করে নাকি? এ কোন্ দেশী কথা?

গৃহিণী। ঘর কোর্ব্বে কেন? সে ত অন্যের বাড়ী আছে।

তুলসীর মাতা। তা ঠাকুর-ঝি, তোমরা যেতে দিলে কেন?

গৃহিণী। কি বল যে বৌ, বুঝতে পারি না! ডবুক্কো সে মেয়ে কাউকে মানে না, সে নিজে পছন্দ করে বিয়ে কোর্ব্বে!

বামুন বৌ। একি মগের মুল্লুক নাকি যে, তার যা ইচ্ছে হবে তাই কোর্ব্বে? মেয়ে মানুষের একি বাড়্!

গৃহিণী। ও কথায় আর কাজ নেই বাছা! অন্য কথা বল না। ছিরিখেত্তর গেলুম, সেখানে বেশ বাপু জাতের বিচের নেই। যার খুসী সে অন্যের মুখে ভোগ তুলে দিচ্ছে।

বামুন বৌ। তা তোমার ভাসুরঝিকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও না। সেইখানে বেশ থাক্‌লে, জেতের ভয় থাক্‌বে না।

গৃহিণী। (ভ্রাতৃজায়ার প্রতি) বউ, সেই সিঁদুরে বাটিটা দিদিকে দাও ত। আর ওই থাকে খাজা-গজা-মোড়া ভোগ আছে দাও ত।

বামুন বৌ। (ঈষৎ হাসিয়া) বেঁচে থাক বোন, পাকা মাথায় সিঁদুর পড়। হাতের নো অক্ষয় হোক্। অমি রাজা হোক্। আমার কথাও মনে কোরে এনেছ, কত ভাগ্যি আমার। আমি ভাবছিনু বুঝি, সব ভুলে গেছ।

গৃহিণী। আমি কি তোমার কথা ভুলতে পারি দিদি?

বামুন বৌ। তুমি কত গুণের, তা কি জানি নে বোন্! মায়ের পেটের বোনেও এমন করে না। তা এর দাম কত?

গৃহিণী মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন যে, দামটা বলিবেন কিনা, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বধূর এই স্তুতি-বাক্যে মন গলিয়া যাওয়ায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না দিদি, দাম আর দিতে হবে না!"

ব্রাহ্মণী। (হাসিয়া) তা, আমি কি তোমার গুণের কথা জানি নে বোন্! দয়ার শরীর তোমার; বামুনদিদির ওপর কত ছেন, তা কি আমি জানি নে?

এমন সময় অমিয় আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা!"

গৃহিণী। কেন? আবার কি চাই? একাও সোয়াস্তিতে বস্‌তে দিবি নে নাকি?

অমিয়। মা, আমি বাবার সঙ্গে দিদি-ভায়ের কাছে যাব?

গৃহিণী। আবার দিদি-ভাই, না যেতে হবে না।

অমিয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, একবার যাই। তুমি বল্লেই বাবা নিয়ে যাবেন।

বামুন বৌ। আহা! যেতে দাও না বোন! কচি ছেলে পায়ে পড়্‌ছে, যেতে দাও।

গৃহিণীর উত্তরের প্রতিক্ষায় মলিন-মুখে বালক দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা, কিন্তু সঙ্গে কোরে আনিস্; না হলে রক্ষা রাখ্‌বো না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 641. January, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪১ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৩। জানুয়ারী, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৬)

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহার শয্যা হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন। শীলা তাঁহার নিকটে বসিয়া দুইটি ফুলদানীতে ফুল সাজাইতেছে; সুপ্রকাশও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন। এমন সময় একজন বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল,—একজন বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত একটি বালক আছে।

সুপ্রকাশ অগ্রসর হইলে,অমিয় তাঁহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি-ভাই কোথায়?" সুপ্রকাশ আদরের সহিত তাহার হাত ধরিয়া রামলোচনবাবুকে বলিলেন, "আসুন, শীলা এইখানে।"

শীলা তাহার কাকাকে দেখিয়া ফুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রামলোচন। শীলা, তোমায় নিতে এসেছি।

অমিয় ছুটিয়া গিয়া শীলার দুইটী হাত ধরিয়া বলিল,

"দিদি-ভাই, বল যাবে—? আমায় মোটে পড়া হয় না। দেখ না, তোমার জন্মে কি এনেছি।" এই বলিয়া সে তাহার পিরাণের পকেট হইতে একটি কর্পূরের মালা বাহির করিয়া দিল। শীলা তাহা হস্তে তুলিয়া লইল।

রামলোচন। শীলা, আমি তোমায় নিতে এসেছি, বাড়ী চল।

শীলা কি বলিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে সুপ্রকাশের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুপ্রকাশ রামলোচনবাবুকে বলিলেন, "এখন শীলা এখানেই থাকতে চান্। তাঁর এতে একটু সুবিধা হবে। আশা করি, আপনার তাতে আপত্তি হবে না।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বিয়ে তো আর তিন হপ্তার মধ্যেই হবে। এখনো ত পোষাক ইত্যাদি কিছু করান হয় নি। আমি সব করিয়ে দেবো। আমার কাছেই শীলার থাকা সুবিধা।

রামলোচন। আপনি যা সুবিধা কোরে দিয়েছেন, তার ওপর আর কথা নেই। আমায় ত আর ভদ্র-লোকের সামনে বা'র হ'বার জো নেই। আমি প্রভাতবাবুর বাড়ী রেখে গেলাম; আমাদের ইচ্ছে ছিল, সুব্রতর সঙ্গে বিবাহ হয়। আপনি কোন্ হিসেবে নিজের বাড়ীতে এনে রাখ্লেন? আমার দাদার ইচ্ছে ছিল, সেই জন্যেই ত এত খরচ-পত্র করে এখানে এত দূরে কটকে পাঠিয়েছিলেন। না হ'লে, লক্ষ্ণৌতে কি স্থান ছিল না? এ-কথা অন্নদাবাবু আমায় নিজে বলে গেছেন! (সুপ্রকাশের দিকে ফিরিয়া রুক্ষ কণ্ঠে) আপনার কি-রকম কাজ বুঝ্লুম না; ভদ্র-ঘরের মেয়েকে এমন কোরে তুলিয়ে আনা কি উচিত?

সুপ্রকাশ। আপ্নি বড়ই ভুল বুঝেছেন। আমি ওঁকে বিবাহ কর্তে ইচ্ছুক, এ-কথা জানাবার পর উনি স্ব-ইচ্ছায় আমাকে বিবাহ করতে মত দেওয়ায়, আমি এ কাজ করেছি। এখনও যদি আপনারা চেষ্টা কোরে দেখতে চান্ দেখুন, আমি বাধা দেব না।

রামলোচনবাবু। শীলা মা! যা হ'বার হয়েছে, এখন বাড়ী চল।

শীলা। কাকা, আমি আর যেতে পারব না। আমায় নিয়ে আপনারা মোটেই সুখী নন; খুড়ীমার ত সর্ব্বদাই জাত যাবার ভয়। আর এ আপদ্ নিয়ে আপনাদের কি দরকার? আমার বাবা ভিন্ন সমাজের লোক, আমার জন্মে কারুর আর কষ্ট না করাই ভাল। আমি শৈশবেই মাতৃহীনা হয়িছি। মার স্নেহে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এখন মাসীমার কাছে তাঁর স্নেহে সে-কষ্ট দূর হয়েছে।

রামলোচনবাবু। তোমার খুড়ীমা যে বলে দিয়েছেন, নিয়ে যেতে। তাঁকে কি বোল্বো?

অমিয় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "দিদি-ভাই, তুমি যাবে না? তা কি করে হবে, দিদি ভাই? তুমি চল।"

শীলা। কাকাকে বোলে তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো ভাই, তা হ'লেই দেখা হবে।

রামলোচনবাবু। তবে গিয়ে কি বোল্বো?

শীলা। বল্বেন, আমি নিজেই গিয়ে পরে তাঁর পায়ের ধুলো নেব।

রামলোচনবাবু বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সুপ্রকাশও আসিলেন। সুপ্রকাশ বলিলেন, "মিঃ রায়ের এটর্ণীর পত্রে জান্লাম, আপনি কটকে তাঁর জমীদারীর ম্যানেজারের জন্যে দরখাস্ত করেছেন। মিঃ রায় আমায় এ বিষয় ঠিক কর্তে লিখেছেন; খুব সম্ভব, আপনিই এ কাজ পাবেন।

রামলোচনবাবু। (কৃতজ্ঞতার সহিত) মশায়ের অনুগ্রহ। আপনি ত আমার কথা সব জানেন; আর শীলার সঙ্গে বিবাহ হ'লে ত আপনি আমার জামাতা হবেন। আশা করি, যাতে আমি এ কাজটি পাই, তার চেষ্টা কোর্ব্বেন। গিন্নী ত চটে আছেন; যাই তাকে বুঝিয়ে বলি, আমাদের শীলার যার সঙ্গে যে হোক্ না কেন, সুখে থাকলেই হ'ল। তা আপনার বাড়ী-ঘর সব কি রকম আছে? সে সব ত কিছুই বল্লেন না। কি কাজ করেন, তা'ও ত বুঝতে পাচ্ছি না। কিছু বিষয় আশয় আছে বুঝি?

সুপ্রকাশ। সামান্য কিছু আছে, তাতে কায়ক্লেশে আমাদের চলে যাবে।

রামলোচনবাবু। শীলারও ত দশ হাজার টাকা আছে, তা জানেন বোধ হয়?

সুপ্রকাশ। না, তা-ত শুনি নি। বেশ সুখের কথা। শীলার অনেক সুবিধা হবে।

রামলোচনবাবু। তবে একটু শীগ্গীর যাতে কাজটি পাই, তা কর্ব্বেন। একটু দয়া রাখবেন।

সুপ্রকাশ। হাঁ, এ-কথা খুব মনে রাখব।

রামলোচনবাবু আশা-দীপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। গৃহে ফিরিবা-মাত্র গৃহিণী বলিলেন, "কৈ, শীলা কোথায়? দেখছি নে যে বড়?"

রামলোচনবাবু। সে এলো না।

গৃহিণী। এলো না কি? ধরে আন্তে পাল্লে না? তোমার দাদার ত মেয়ে বটে? না, আমায় লুকিয়ে আর কারুর মেয়ে এনে ঘরে পুরেছ? তোমরা সব পার। আমার আর তোমাকেও বিশ্বাস নেই।

রামলোচনবাবু। দেখ, আমি তোমায় বারবার বল্ছি, সব সময় কুকথা হজম করা সহজ নয়। উচিত ছিল। এত কুপথ্যি কি করে রোজ হজম কচ্ছি, ভাবতে পারি নে!

গৃহিণী। তোমার আজকাল বড় কথার ঘটা হয়েছে, দেখছি। যেন ভাইঝি এসে যে তোমার মেজাজও বিগড়ে গেছে। বেশ ত, জাত খুইয়ে সাহেব হও না, দুঃখু থাকে কেন?

রামলোচন বাবু। যেয় ভাইঝি নিজের পথ চিনে নিয়েছে। আমায় বল্লে, 'আমি ত আপনাদের জঞ্জাল; আর খুড়ীমা আমায় নিয়ে সর্ব্বদা জাত যাবার ভয়ে থাকেন, আমার দূরে থাকাই ভাল।

গৃহিণী। বটে, এত কথা! আস্পদ্দা দেখ! আমি কত কষ্ট করে জাতের ভয় খুইয়ে বাড়ীতে ঠাই দিলুম, তার এই প্রতিফল! পোড়া কপাল! অমন মেয়ে, তাই তার এমন হত-বুদ্ধি হয়েছে। দূর হয়েছে, বেশ হয়েছে, আপদ্ গেছে।

রামলোচনবাবু। তা বেশ বাপু, আর ও-কথায় কাজ নেই। সুপ্রকাশবাবু আমায় বল্ছিলেন যে, মিঃ রায় তাঁকেই ম্যানেজার ঠিক কর্বার ভার দিয়েছেন। তুমি যদি সর্ব্বদা অগ্নিমূর্ত্তি হও, তা হ'লে সেই দু' হাজার টাকা দাও, আমি শীলাকে দিয়ে আসি। আর আমার চাকরীটির পথেও কাঁটা দাও,—নিশ্চিন্ত হও।

গৃহিণীর সুর বদলাইয়া গেল; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি চাকরী হবে? ম্যানেজার হ'লে ত খুবই ভাল হয়। ম্যানেজারের বাড়ীও খুব সুন্দর, আর আমাদের কোনও কষ্ট থাকবে না। তা বেশ, যাকে হয় বিয়ে করুক, আমার আর তার কথায় দরকার নেই। সেই দু'হাজার টাকার নামও মুখে এনো না। সেটি আমি আর দিচ্ছি নে, তা বলে দিচ্ছি। আমি তাতে আমার গয়না গড়াব।"

রামলোচনবাবু। আচ্ছা, যা হয় কোরো।

এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ রামলোচনবাবুকে বিদায় দিয়া, শীলার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার কাকাকে শান্ত কোরে বিদায় দিলাম।" শীলা ইহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "সুপ্রকাশ, এইবার তোমার বিয়ের ঠিক হল, একদিন একটা পিক্‌নিক্ দাও।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) সেটা আপনি দিলেই বেশ হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আচ্ছা, তুমি মিঃ রায়ের বাড়ীটা ঠিক কোরো, আমি সেখানেই 'পিক্‌নিক্' দেব। আজ আমি যেমন আছি, এ রকম থাকলে ২।৩ দিনেই দিতে পারি; কিন্তু তা হলে ত হবে না। আর ৫।৬ দিন যাক্, কল্‌কাতা থেকে কিছু আনিয়ে নেব। তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ীটা আমায় এক-দিনের জন্তে চেয়ে দিতে পার্ব্বে কি?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) অনায়াসে। এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তা হ'লে আমি সব ঠিক কোর্ব্বো। প্রভাতরা ত আর আস্‌বে না, তা আমি একবার যাব, দেখি কি বলে।

শীলা। না মাসীমা, এখন যাবেন না; যদি যান তারপর যাবেন।

সুপ্রকাশ। সেই ভাল, আমরা চলে গেলে যাবেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তুমি কি বিয়ের পর চলে যাবে নাকি?

সুপ্রকাশ। হাঁ, আমি শীলাকে সিম্‌লায় নিয়ে যাব মনে কর্‌ছি।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উঠিয়া কক্ষের মধ্যে গমন করিলেন। সুপ্রকাশ শীলার সহিত 'ড্রইংরুমে' প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, "আজ কেউ নেই, এস, একটা গান কর।"

শীলা। না, তুমি কর; তুমি ত আমার চেয়ে ভাল গাও।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা, এসো আমরা দুজনেই গাইবো।

শীলা। না, আমি আজ গাইব না।

সুপ্রকাশ মুগ্ধনেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বাজনায় হাত দিলেন ও বাজাইতে বাজাইতে গাহিলেন।—

তুমি কি আমার?
কতবার সুধায়েছি, কতবার শুনিয়াছি!—
বল আর বার।
শুনি ও মধুর গান, আকুল মুগধ প্রাণ
ভুলে যায় সবি,
অবশ নয়নে তার, জেগে উঠে আর বার
প্রভাতের রবি!—
তুমি কি আমার?
বিশাল বিশ্বের মাঝে, কোন্ দেব-বীণা বাজে
যেন বার বার!
আকুল বিস্ময়ে সারা, হইয়া আপনাহারা
চেয়ে থাকি ভুলে!
তুমি স্থির দু'নয়নে চেয়ে আছ মোর পানে
সংসারের কূলে!—
কেহ নাহি আর!
আপনার স্রোতে ভেসে, সময় চলেছে হেসে,
ফিরে না আবার।
সম্মুখ স্তব্ধ হয়ে রয়েছি ও মুখ চেয়ে,

বল আর বার—

'এ হৃদয় কারো নয়,　　তোমারি এ সমুদয়—

আমিও তোমার !'

সুরে যেন স্বপ্নের আবেশ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। হস্ত চলিতেছে, কিন্তু চক্ষের দৃষ্টি শীলার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়াছে। শীলাও অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। গান শুনিয়া তাহার হৃদয়ে যেন মোহের ছায়া প্রকাশিত! সে যেন আত্মহারা হইয়া সেই স্বর-লহরীতে ডুবিয়া গিয়াছে! যেন তাহার চক্ষের দৃষ্টি ফিরিতেছে না! প্রত্যেক প্রশ্নে প্রশ্নে যেন তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে গান বন্ধ হইল। শীলাও চমকিত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। সুপ্রকাশ তখনও তাহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে।

(১৭)

আজ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির 'পিক্‌নিকে'র দিন। তিনি গতকল্য প্রভাতচন্দ্রদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহারা কেহই ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহেন নাই। তিনি সেস্থান হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন, সুব্রত কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সুপ্রকাশ সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যহই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে আসিতেন। কিন্তু আজ আর আসেন নাই। বিগত দিবসে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে মিঃ রায়ের গৃহাদি সমুদয় গুছাইয়া রাখিতে হইবে, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না; সেই স্থানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও শীলা প্রাতঃকালের আহারাদির পর তথায় যাইবেন, স্থির ছিল। কলিকাতা হইতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির অনেক মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসিয়াছে, তিনি সেই সকল গুছাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। শীলাও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। বেলা নয় ঘটিকার সময় সহসা একখানি টেলিগ্রাম আসিল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তখনই তাহা পাঠ করিয়াই শীলার নিকট গিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ সতীশ (তাঁহার জামাতা) রমাকে নিয়ে আস্‌বেন, কি কোর্ব্বো এখন ?"

শীলা। কেন ? বেশ, ভালই ত হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তাদের গাড়ী যখন আসে, আমার ত তখন এখানে থাকা হবে না।

শীলা। গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, আর ওইখানেই যেতে বল্‌বেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সতীশ অনেক দিন পরে আস্‌চেন,—তা আর কি কোর্ব্বো ? ওই রকমই সব ঠিক করেই যাব। এখানে এসে জিনিস-পত্র রেখে রমা তার সাজ-সজ্জা করে যাবে। রমা আমার বড় মজার মেয়ে, সে যে কথা কয়, তাতে সবাইকে জ্বালাতন করে ছাড়ে। রমার সঙ্গেই ত আমি সুব্রতর বিয়ের কথা তুলেছিলাম। প্রথমে ত ওরা তাতে মত করেছিলেন, এমন সময় তুমি এসে পড়্‌লে।

শীলা। এখনো কেন রমার সঙ্গে হোক্ না ? বেশ ত ভাল হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সে সব পরের কথা পরে হবে; এখন যাকে নিয়ে পড়িছি তাই থেকে উদ্ধার পাই। সুপ্রকাশ ত বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমায় ছুটী দেবে না। আমার বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে।

শীলা নতমুখে রহিল। তাহার পর তাহার আহারাদির সময় পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

আহারাদির পর শীলাকে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "এই বেলা সাজ-সজ্জা করে নাও, এখনই যেতে হবে।" তাহার পর তাঁহার জামাতাকে

পত্র লিখিয়া তিনি সইসের হস্তে দিলেন যে, সে যেন তাহা ষ্টেসনে সতীশবাবুকে দেয়। শীলা নিজের কক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শুভ্র চিক্কণ ক্ষৌম-বস্ত্রে সজ্জিত হওয়ায় তাহাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইতেছিল। হাতে কয়েকটি নীল রঙের চুড়ি পরিয়াছিল; তদুপরি সে একটি স্বর্ণের বলয় পরিধান করিল ও কণ্ঠদেশে একটি কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত হার ঝুলাইয়া দিল। সেই হারে একটি লকেট, তাহাতে তাহার মাতা ও পিতার চিত্র। তাহার কক্ষে একটি ফুলদানীতে কয়েকটি পুষ্প ছিল, তাহা লইয়া সে অঞ্চলে পিন-দ্বারা সংলগ্ন করিল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহাকে ডাকিলে, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। গাড়ী প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য যাত্রা করিলেন।

গাড়ী আসিয়া মিঃ রায়ের গেটের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একবার মৃদু হাসিয়া শীলার প্রতি চাহিলেন, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "শীলা, দেখ কি সুন্দর বাড়ী সাজিয়েছে!"

শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া দেখিল, যে প্রাসাদতুল্য বাটী অযত্নে পতিত ছিল, এই কয় দিনে তাহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। গাড়ী গেট হইতে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সুন্দর সুপরিকৃত লোহিত-বর্ণের ইষ্টকচূর্ণকাচ্ছাদিত পথে পরিণত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে উদ্যানের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সম্মুখের অট্টালিকার জীর্ণসংস্কার হওয়ায় তাহা নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাহারা গিয়া দেখিলেন বারান্দায় সুপ্রকাশ দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী-বারাণ্ডায় গাড়ী থামিবামাত্র তিনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিয়া হাসিয়া, শীলার হাত ধরিয়া নামাইলেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সুপ্রকাশ! তোমার "Welcome" লেখা উচিত।

শীলা মুগ্ধনেত্রে সম্মুখস্থ হলের শোভা দেখিতেছিল, তাহা এমনই সুন্দর সাজান রহিয়াছে! সমস্ত বারান্দা-শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত। সুপ্রকাশ তাঁহাদের লইয়া উপরে উঠিলেন—উঠিবার সোপান-শ্রেণীও প্রস্তর-মণ্ডিত। সমস্ত দ্রব্যে নূতন বার্ণিশ-প্রলেপে সব নূতন বোধ হইতেছে। গৃহ-সজ্জায় যেমন সুরুচির পরিচয় দিতেছে, তেমনই অর্থেরও পরিচয় দিতেছে। উপর নীচ সকলই সুসজ্জিত। এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সহিত প্রভাতচন্দ্রের বাটীর তুলনা হয় না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার দ্রব্যাদিপূর্ণ দুইটি ব্যাগ পাঠাইয়াছিলেন। সুপ্রকাশ তাঁহাদের লইয়া পার্শ্বের একটি কক্ষ দেখাইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিলেন, "ঐ ঘরে আপনার আবশ্যক দ্রব্যাদি আছে, যদি আবশ্যক হয়, একটু বিশ্রাম কর্‌তে পারেন। তারপর ড্রইং-রুমে এসে বোস্‌বেন।" তিনি শীলাকে বলিলেন, "আমি ড্রইংরুমে অপেক্ষা কর্‌ছি।"

শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ মহামূল্য কার্পেট-মণ্ডিত। সুন্দর নূতন একখানি পালঙ্ক, তাহাতে শয্যা বিস্তৃত। একটি মেহাগনি-কাষ্ঠের টেবিল, তাহাতে তাঁহাদের ব্যাগ-দুইটি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পার্শ্বেই বৃহৎ সজ্জাগৃহ। সম্মুখে বৃহৎ দর্পণ, তাহাতে শীলা আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল; এ কি সেই শীলা! আনন্দপুলকে তাহার মুখের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই কক্ষে একটি সুবৃহৎ আল্‌মারি, তাহাও দর্পণে মণ্ডিত। একটি টেবিলে রৌপ্যমণ্ডিত বুরুশ ও চিরুণী বিরাজমান রহিয়াছে;—সকলই মহার্ঘ।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি হাসিয়া শীলাকে বলিলেন, "কেমন বাড়ী মনে হচ্ছে?"

শীলা। সুন্দর বাড়ী।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এই বাড়ীতে এসে দিন কত থাক্‌বে?

শীলা। না, না; তা কেন? এত বড় বাড়ীতে আমাদের মত লোকের থাকা পোষাবে না। আচ্ছা এমন সুন্দর বাড়ী, তবু মিঃ রায় কেন এখানে এসে থাকেন না?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) কি কোরে বোল্‌বো বল? সেটা মিঃ রায়ের অভিরুচি। বড় লোক হলেই খামখেয়ালী হয়।

শীলা। বিদেশে এমন বাড়ী! না জানি, দেশের বাড়ী কি রকম হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দেশেও সব এমনি ধরণের। সব ভাল ভাল জায়গাতেই ত বাড়ী আছে। আচ্ছা, আমি একটু জিরিয়ে নিই, তুমি ততক্ষণ 'ড্রইংরুমে' যাও।

শীলা বিনা-বাক্যব্যয়ে 'ড্রইংরুমের' উদ্দেশে চলিয়া গেল। 'ড্রইংরুমের' দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া সে কক্ষের সাজসজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। কোনও স্থানে কিছুর অভাব নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর 'হল' সে অতি অল্পই দেখিয়াছে। ঘরে সমুদয় মখমল-মণ্ডিত সোফা, চেয়ার, অটোম্যান প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মখমল-মণ্ডিত টুলের উপর রৌপ্য-নির্ম্মিত টবে ফুলের গাছ। কক্ষের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ 'পিয়ানো'। সুপ্রকাশ এই স্থানে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, শীলাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এসো শীলা! মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কোথায়?"

শীলা। তিনি আস্‌ছেন।

সুপ্রকাশ। কেমন, এ বাড়ী তোমার পছন্দ হয়?

শীলা। এই সে-দিন অমির সঙ্গে এসেছিলাম; তখন ত এমন ছিল না। এ যেন আলাদিনের প্রদীপের মত বোধ হচ্ছে।

সুপ্রকাশ। আমি এসে পর্য্যন্ত বাড়ী মেরামত হচ্ছে। জিনিস-পত্রও সব কল্‌কতায় গিয়ে আন্‌লাম।

শীলা। তোমার বন্ধু দেখ্‌ছি, তা হ'লে ধনকুবের?

সুপ্রকাশ। যদি তোমার তাঁর সঙ্গে বিবাহ হ'ত, বেশ হ'ত না?

শীলা ইহা শ্রবণমাত্রে শিহরিয়া উঠিল; সে মিঃ রায়ের জীবন রহস্যপূর্ণ বলিয়া সকলকার নিকট শুনিয়াছে; তাঁহার নামে যেন তাহার আতঙ্ক হয়। সে বলিল, "অমন কথা বোলো না, আমার তা হ'লে বড় কষ্ট হবে।"

সুপ্রকাশ। আমি ভাবছি, কেন আমি তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে বাঁধ্‌লাম? তোমার এর চেয়ে কত ভাল হ'ত। আমার সঙ্গে কত কষ্টে পড়্‌তে হবে।

শীলা। এখনই অনুতাপ হচ্ছে, তা' হ'লে এখনো ত ফের্‌বার সময় আছে।

সুপ্রকাশ সে কথার উত্তর অন্যপ্রকারে দিলেন। তাহার পর নিজের বক্ষস্থ পকেট হইতে একটি প্যাকেট ও একটি অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া অঙ্গুরীটি শীলার চম্পক-কোরক-তুল্য অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। সেটি বিশেষ মূল্যবান অঙ্গুরী নহে। তাহার পর সেই প্যাকেটটি হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এটী যত্ন কোরে রেখো, বিবাহের দিন দেখো। আর যদি বিবাহ না হয়, যদি ইতিমধ্যেই আমার কিছু হয়, তা হ'লে তখন খুলে দেখো।

শীলা। তা হলে আমি রাখ্‌ব না।

সুপ্রকাশ। (মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে) তুমি রাখ্‌বে, আমার কথা তুমি নিশ্চই রাখ্‌বে, তাই আমি তোমার কাছে দিলাম। তুমি বিবাহের পূর্ব্বে কিন্তু খুলে দেখ না। আমি আশা করি, এ কথাটি রাখ্‌বে।

র ভেতর মনে কর, কোনও মহামূল্য দ্রব্য আছে। ও, একে বন্ধ কোরে রেখে এস; তারপর চল, তোমায় একটু বোটে কোরে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। মাসীমাকে বলে এসো, আমরা এখনই আস্‌ব।

শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে গিয়া বলিল, "আমায় একটু নদীতে যেতে বল্‌ছেন, আমি যাচ্ছি। আপ্‌নাকে বল্‌তে বলে দিলেন।" তাহার পর সেই প্যাকেটটি তাহার ব্যাগে সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দেখি দেখি, হাতে কেমন আংটি। (হাসিয়া পুনরায়) এই আংটি সুপ্রকাশ দিয়েছে?—আচ্ছা লোক যা হোক!

শীলা একটী কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিয়া সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। আজ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত এঁকে খুব জানেন। আপনাদের কথা-বার্ত্তা শুনে মনে হয়, যেন ভেতরে কি কথা আছে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। পাগল মেয়ে কোথাকার! কথা আবার কি থাক্‌বে? তুমি যেমন না জেনে-শুনে, আপনাকে সুপ্রকাশের হাতে সঁপে দিয়েছ, তেমনি সুখী হবে। অমন ছেলে আজ-কাল্‌কার দিনে হয় না। লোকের কথায় কিছু মনে কোরো না। যাকে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছ, তাকে বিশ্বাস কোরো, তা হলেই সুখী হবে।

শীলা আর কিছু বলিল না। সে কক্ষের বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিও আসিয়া সুপ্রকাশকে বলিলেন, "নদীতে যাচ্ছ, কিন্তু শীগ্‌গীর এসো। মেঘ করে রয়েছে, বৃষ্টি হ'লে কি হবে? শীলার সাজ-সজ্জা ত নষ্ট হয়ে যাবে।

শীলা। আমার আরও অন্য কাপড় এনেছি। নদীতে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীগ্‌গীর এসো। সুপ্রকাশ, তুমি ত জান, লোক-জন সব কখন আস্‌বে।

সুপ্রকাশ। শীলা, তা হ'লে শীগ্‌গীর চল, দেরী হয়ে যাবে। (মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি) আপনি ত আছেন, আমার আর ভাবনা কি? সকাল সকাল যদি কেউ আসেন, চা খাওয়াবেন। আমার আজ ছুটী।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। ও-সব কাজের কথা নয়, আজ তোমায় থাক্‌তে হবে। যদিও নিমন্ত্রণটা আমি করেছি বটে, তবু তুমি না থাক্‌লে কি হয়?

সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া নদীর ধারে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তিনি শীলার জন্য একটি ছাতা ও নিজের 'ওয়াটার-প্রুফ'টী লইলেন। নদী প্রায় কূলে কূলে ভরা। যদিও তখন বর্ষার শেষ, তবু নদীর জলে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। 'বোট-হাউসের' কাছে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, অমিয় বসিয়া আছে। শীলা তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। অমিয়ও শীলাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি-ভাই, তুমি এখানে? আজ আমি এখানে যে কতবার এসেছি, তার ঠিকানা নেই। কেবল এসে এসে দেখছি এখানে কি হচ্ছে।

সুপ্রকাশ। আমরা নদীতে বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

অমিয় ছুটিয়া নৌকায় গিয়া বসিল। সুপ্রকাশ মাঝি-দুইজনকে ডাকিলেন। তাহারা টিফিন 'বাস্কেট' ও 'ষ্টোভ' ইত্যাদি লইয়া পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল।

শীলা। এ-সব আবার কেন নিচ্ছ?

সুপ্রকাশ। নদীর খানিক দূরে একটি দ্বীপের মত আছে, বড় সুন্দর জায়গা। চল না দেখবে, সেইখানে বেশ পিক্‌নিক্ হবে।

শীলা। তা ত মাসীমাকে বলে এলে না? আমরা বুঝি দু'জনে গিয়ে কেবল পিক্‌নিক কর্ব্ব?

সুপ্রকাশ। মাসীমাকে এ-সব কথা আগে থেকে বলা আছে। অন্ত যাঁরা আসবেন তাঁরাও আর এই দুপুরে-রোদে যেতেন না।"

সুপ্রকাশ মাঝিদিগের প্রতি সমুদয় ঠিক করিয়া লইবার আজ্ঞা দিলেন। শীলা নৌকারোহণ করিয়া দেখিল যে. সুন্দর জালি-বোটে তাহার জন্য একখানি র‍্যাগ বিছাইয়া রাখা হইয়াছে ও দুটি 'কুসন' রহিয়াছে; ছাতা, ওয়াটার-প্রুফ—কিছুরই অভাব নাই। সে একবার সবিস্ময়ে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিল। এত আরামে যিনি তাহাকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কি বলিয়া নিজেকে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দেন! বন্ধুর অর্থেই কি সব করিতেছেন? সুপ্রকাশের সাজ-সজ্জায় বা কিছুতে ত কোনও-রূপ আড়ম্বর লক্ষিত হয় না!

সুপ্রকাশ আপনি যাইয়া হাল ধরিলেন ও শীলাকে ভালরূপে বসিতে বলিয়া মাঝিদের নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। মাঝিরা মালির কাজ করে ও সময় সময় এই সখের নৌকা চালায়। শীলা দেখিল, তাহারাও আজ নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে।

(১৮)

বর্ষার শেষ, তবুও নদী কূলে-কূলে ভরা। আকাশে অল্প অল্প মেঘ; কিন্তু বৃষ্টি হইবে বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তবে বৃষ্টির কথা বলাও যায় না। নদীর সেই অবিশ্রাম, অনিবার, একই ভাবের গতি একেরই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত! দেখিলে, মনে আনন্দ-রসের সঞ্চার না হইয়া যায় না। শীলা বিমুগ্ধ নয়নে নদীর প্রতি চাহিয়াছিল। সুপ্রকাশ স্থির-নয়নে শীলাকে দেখিতেছিলেন। অমিয় কতকগুলি কাঠি ও কাগজ আনিয়াছিল, সেগুলি সে ধীরে ধীরে জলে ভাসাইতে ভাসাইতে ও আপনার মনে নানা-কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছিল।

সুপ্রকাশ। সে-দিনকার কথা মনে আছে—সেই যে-দিন অমির সঙ্গে আমি এলাম, তুমি ঐ-খানে বসেছিলে—? তখন একবারও মনে কর্ত্তে পারি নি যে, তুমি এমনভাবে আমার সঙ্গে আস্‌বে!

শীলা। আমাদের যে এতদূর আগ্রহ হবে, তখন কি তাও জান্‌তে পেরেছিলে?

সুপ্রকাশ। এখন আমরা ফিরব না; সেই গোলমালের চেয়ে এই বেশ ভাল লাগ্‌ছে।

শীলা। তবে কেন মাসীমাকে বোলে এই পিক্‌নিক্ ঠিক করলে?

সুপ্রকাশ,"কিছুক্ষণ তোমায় একলা পাব বোলে, তা এখানেও সঙ্গী জুটেছে!"—এই বলিয়া অমিয়র দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিলেন। শীলা তাহার মুখ নত করিল।

অমিয়। দিদি-ভাই, তুমি কি আর আমাদের বাড়ী যাবে না?

শীলা। যাব না কেন? পরে যাব।

অমিয়। আমার মাসীমারা চলে গ্যাছেন, এখন বাড়ীতে আর কেউ নেই। মারও শরীর ভাল নেই; সব ক্ষণই তিনি শুয়ে থাকেন।

শীলা। কাকা কেমন আছেন?

অমিয়। ঐ যে এ একটা মাছ! দেখ, দিদি ভাই, মাছগুলো কি-রকম লাপিয়ে লাপিয়ে উঠ্‌ছে!—কি বোল্‌ছো?

শীলা। কাকা কেমন আছেন?

অমিয়। বাবা ভাল আছেন' তোমায় দেখতে যান না?

শীলা। না, সেই তোমার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ। অদৃষ্ট এমনি বটে,—এখানেও রাহুগ্রস্ত!

শীলা। তুমি বুঝি, সকল সময়েই কথা কইতে চাও?

সুপ্রকাশ। এই ক'দিনে কতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? আজ ত সকাল থেকেই দেখা হয় নি।

শীলা। সেটা কা'র জন্যে?

সুপ্রকাশ। কল্‌কাতা থেকে সব জিনিস-পত্র আন্‌বার কথা ছিল। তা ছাড়া, আজ বায়স্কোপ হবে, ঠিক কর্ত্তে হচ্ছিল।

শীলা। আবার বায়স্কোপ!

সুপ্রকাশ। বায়স্কোপ হ'য়ে গেলে রাত্রি-ভোজনের পর সকলে বাড়ী যাবেন। আর মাঝে ক'দিন আছে জান?

শীলা নতমুখে রহিল।

নৌকার গতি স্রোতের দিকেই ছিল, সেইজন্য তাহা অতিশয় দ্রুত যাইতেছিল। ক্রমে নৌকা সেই দ্বীপের মত স্থানে উপস্থিত হইলে, সুপ্রকাশ মাঝিদিগকে তীরে নৌকা লাগাইতে বলিলেন। অমিয় সর্ব্বপ্রথমে নামিয়া পড়িয়া এ-দিক ও-দিক্ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তীরের বালুকা ভাঙ্গিয়া তাহারা উচ্চে উঠিলেন। চারিদিকে জল, আর নদীর মধ্যস্থলে একটু স্থান যেন দ্বীপের মত উচ্চ হইয়া আছে। নদী সেই উচ্চ ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই দ্বীপে বৃহৎ বৃহৎ আমলকী, বট ও আম্রবৃক্ষ-সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন স্থানে-স্থানে আতা-বৃক্ষ ফল-ভারে অবনত। একটি সুপরিষ্কৃত স্থানে বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া সুপ্রকাশ শীলাকে বসিতে বলিলেন ও নিজে 'ষ্টোভে' জল গরম করিতে চড়াইয়া দিতে গেলেন। শীলা বলিল, "দাও, আমি সব ঠিক করে দিই।"

সুপ্রকাশ। আজ যে তুমি আমার অতিথি, তুমি বোসে থাক। আমি সব ঠিক কোরে দোব।

শীলা নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিল। অমিয় ইত্যবসরে একটি তেঁতুলগাছের তলে কুঁচ ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া, তাহা কুড়াইতে ব্যস্ত হইল।

এদিকে সুপ্রকাশ জল চড়াইয়া, 'টিফিন বাস্কেট' খুলিয়া আহারাদির দ্রব্যাদি সাজাইয়া ফেলিলেন। শীলাকে প্রথমে আহার দিলেন, তাহার পর অমিয়কে ডাকিলেন। অমিয়, কুঁচ কুড়াইতে ব্যস্ত থাকিলেও আহারের লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হওয়ায়, সত্বর আসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের আহারাদির পর সুপ্রকাশের হঠাৎ কি মনে হইল, তিনি 'পকেটে' হাত দিয়া অমিয়কে বলিলেন, "এই দেখ অমিয়, আরো কি এনেছি দেখ।" এই বলিয়া তিনি একটী প্যাকেট টানিয়া বাহির করিয়া অমিয়র হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে 'চকোলেট' ছিল। কিন্তু অমিয়র তখন আহারের স্পৃহা ছিল না, সে তাহা লইয়া শীলার হস্তে দিয়া বলিল, "দিদি-ভাই, এটা তুমি রেখে দাও; বাড়ী যাবার সময় দিও।" শীলা তাহা লইয়া নিজের হস্তস্থিত 'ব্যাগে' রাখিয়া দিল। অমিয় পুনরায় কুঁচ কুড়াইতে ব্যস্ত হইল।

শীলা। এখন ফিরতে হবে; রাত হয়ে যাবে যে।

সুপ্রকাশ। শীলা, আমরা দু'জনে যদি এমনি নির্জ্জন স্থানে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে থাকতাম, কেমন হ'ত?

শীলা। বেশ হ'ত। আমিও সেখানে থাক্‌তাম।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা, মনে কর, যদি আমায় তুমি যা ভেবেছ তা না হই? যদি আমাকে পৃথিবীর সকলে ঘৃণার চোখে দেখে, তা হ'লে তুমি কি করবে?

শীলা ব্যস্তভাবে সুপ্রকাশের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ও কথা কেন? তুমি এমন কি কাজ করতে পার যে, তোমায় সকলে ঘৃণা করবে?"

সুপ্রকাশ। ধর, যদি করেই থাকি?

শীলা একান্ত নির্ভরের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমায় কখনো অবিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না।

সুপ্রকাশ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "চল, এইবার বাড়ী যাই। মাসীমা এতক্ষণ কি কর্চ্ছেন, কে জানে!"

অমিয়কে ডাকিয়া সুপ্রকাশ শীলার সহিত নৌকারোহণ করিয়া, নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তখনও অপরাহ্ণ হয় নাই, কিন্তু খুব মেঘ করিয়াছে। মাঝিদিগকে নৌকা শীঘ্র চালাইতে বলিলে, একজন মাঝি বলিল, "হজুর, পানি পকাইবা, কেড্ডে বি জলদি লেলে নেই হেব।" (১)

সুপ্রকাশ আকাশের দিকে চাহিয়া শীলা ও অমিয়ের জন্য ভীত হইলেন। 'ওয়াটার-প্রুফ' দিয়া শীলাকে ঢাকিয়া দিলেন ও শেষে নিজের গাত্রস্থ 'কোট'টি খুলিয়া অমিয়কে আচ্ছাদিত করিলেন।

শীলা বলিল, "একি কোরচ ? নিজে ভিজ্‌বে ; আর আমার জন্যে এ কি ?"

সুপ্রকাশ। আর এক সপ্তাহ পরে আমার কথা শুন্‌বার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে ; আর এখন শুনবে না ? আমি যা বল্‌ব শুন্‌তে হ'বে।

নৌকা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে বড় বড় বিন্দুতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নদীর বক্ষে রত্নের মত তাহা ঝলসিতে লাগিল। মাঝিরা দুইজনে বলাবলি করিতেছিল :—

"হেই মেরা জোয়ান, বাট্‌ কর ; জোর পানি, যেম্‌লা'ব ভিজি যিবে। ঠিকে তলমুখে বসিলে, পানি মুহে ন পড়িব। (২)

২য় মাঝি। বরষা দিন কাঁহির ঠিক ? কো বেলে পানি পকাবে কে কহি পরব্বি ? এছেন কোশ বাট যিবার হেব। তল মুহে, চড়াই বাট। কাঁহি সামালিব ? (৩)

সুপ্রকাশ হাল ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। শীলার নূতন সুন্দর বস্ত্র বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যাইতেছে। পাছে খুড়ীমা বিরক্ত হন, সেইজন্য সে প্রাণপণে অমিয়কে বৃষ্টি হইতে সামলাইতেছে। তাহার মস্তক সিক্ত হইল, কেশগুচ্ছ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুপ্রকাশ হাল ধরিয়া আছেন, তাঁহার অন্যদিকে চাহিবার বিশেষ অবসর নাই। এই সুযোগে ক্ষুদ্র নৌকা দুলিতে লাগিল। যদি কোনওরূপ কিছু দুর্ঘটনা হয়, এই ভয়ে সুপ্রকাশের ললাটে স্বেদ ঝরিতে লাগিল। শীলা দেখিল, সুপ্রকাশ খুব ভিজিতেছেন। সে দুই-একবার বলিল, "তোমার কোট্‌ নাও, অমিকে এই 'ওয়াটার-প্রুফে' ঢেকে রেখেছি।"

সুপ্রকাশ। বেশ বলেছ ; আর তুমি বোসে ভিজ্‌বে ?—কেমন ?

শীলা। আমিও এর ভেতর থাক্‌ব।

"আউর টিকে সবুর, এছেনি পঁহছি যিব। হেঁই মোরা জোয়ান," (৪) এই বলিয়া মাঝিরা উজানে নৌকা বাহিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে 'বোটহাউসে' বোট আসিয়া উপনীত হইল। শীলা দেখিল, নদীর তীরে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছেন। তথায় একটি কিশোরী বালিকা হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে। অমি তন্মধ্যে আপনার পিতাকে দেখিয়া, ভয়-চকিত নেত্রে একবার শীলার প্রতি ও একবার সুপ্রকাশের প্রতি চাহিল। সুপ্রকাশ হাল ছাড়িয়া শীলার হাত

---

(১) হুজুর বৃষ্টি পড়িবে, শীঘ্র লইলেও পারিব না।

(২) শীঘ্র কর জোয়ান, জোরবাতের ভিজে যাবেন। একটু মুখ নীচে করিয়া বসিলে মুখে জল পড়িবে না।

(৩) বরষা দিনের কি ঠিক ? কোন্‌ সময় বৃষ্টি হবে কে বলিতে পারে ? এখনও এক ক্রোশ রাস্তা, নীচের দিকে চড়াই—কি করে সামলাব ?

(৪) আর একটু সবুর, এখনি পঁহুছাইব।

ধরিয়া নামাইলেন। অমি নামিবা-মাত্র তাহার পিতা বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিলেন।

কিশোরী বালিকা হাস্য-মুখে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে মিঃ রায়! বেশ মজার লোক যা'হোক্। বাড়ীতে কাজ, আর নিজে বাড়ী ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন! বেশ গৃহকর্ত্তা যা'হোক্!"

'মিঃ রায়'—এই কথা শুনিয়া শীলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সুপ্রকাশ চকিতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন রমা দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এই যে রমা, তুমি কোথা থেকে? আকাশ থেকে পড়্‌লে নাকি?"

রমা। (হাসিয়া) আমি আকাশ থেকে পড়ি নি। ষ্টেশ থেকে নেমেই এখানে এসে শুন্‌লাম, দিদিমা এখানে, ও সকলকার নিমন্ত্রণ। দিদিমাও খুব ব্যস্ত, এখনো তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার সুযোগ হয় নি। এখনো আপ্‌নার ভাবী পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? আপ্‌নি দেখছি, ভদ্রতা ভুলে গেছেন।

মিঃ রায় বা সুপ্রকাশ গম্ভীরভাবে শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "শীলা!—রমা।"

রমা। (শীলার হাত ধরিয়া) শীগ্‌গীর বাড়ীতে চলুন, একেবারে যে ভিজে গেছেন। কি মুস্কিল! চলুন চলুন, আর একটুও দেরী কোর্ব্বেন না।

শীলার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। সে একবার সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনা বাক্য-ব্যয়ে চলিয়া গেল।

রামলোচনবাবু সুপ্রকাশের নিকট আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি—মিঃ রায়? আমরা তা কিছুই জান্‌তাম না। না জেনে কত অপরাধই করিছি; ক্ষমা কোর্ব্বেন।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) কিছুই অপরাধ করেন নি। আমি মিঃ রায়,এ জান্‌লে কি আপনাদের বেশী কিছু হ'ত? আমি দরিদ্র সেজে যে অমূল্য রত্ন আপনার ঘর থেকে সংগ্রহ করিছি, সেজন্যে আপনিই আমার সহস্র ধন্যবাদ নিন্। এখন চল্‌লাম। অমিকে আজ এখনই পাঠিয়ে দেবেন, বায়োস্কোপ হবে। আপনার সঙ্গে পরে দেখা হবে।

এই কথা বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুত-পদে অট্টালিকা-ভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াই অমিয় ছুটিয়া বাড়ী গিয়া উপস্থিত। গৃহিণী তখন পঞ্চমে চড়িয়া ছিলেন। অমিয়কে দেখিবামাত্র সজোরে তাহার পৃষ্ঠে দুই চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া! এই বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছিলি? সারা পাড়া খুঁজ্‌তে পাঠালাম!—কি মনে করেছ, বল দেখি?"

অমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি দিদি-ভায়ের সঙ্গে নৌকো কোরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সুপ্রকাশবাবুও আমাদের সঙ্গে গিছ্‌লেন।"

গৃহিণী। ভিজে জাব হয়েছেন, দিদিভাই-দিদি-ভাই কোরে জ্ঞানশূন্য হয়েছেন! আক্কেল-খেকো ছেলে! তোর কিসের দিদি-ভাই রে? না আছে জেতের মধ্যে!

গৃহিণী পুনরায় চপেটাঘাতের চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "আরে থাম থাম; কর কি? (অমিয়র প্রতি) যা অমে, কাপড় ছেড়ে আয়। তোকে মিঃ রায় বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যেতে বলেছেন। ভাল কাপড় যা আছে পরে আয়। যা ছুটে যা।"

অমিয় কাঁদিতেছিল, সে পিতার এই বাক্য শুনিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী। মিঃ রায় আবার কে?

রামলোচনবাবু। আমাদের জমিদার গো!—

আমাদের জমিদার! যার অন্ন এতদিন খাচ্ছো, তাঁর নাম শোন নি?

গৃহিণী। তিনি এখানে কবে এলেন? কৈ তোমার মুখে শুনি নি ত!

রামলোচনবাবু। তিনি এখানেই ছিলেন, আমরা তাঁকে চিনতাম না। কত কুকাজ, কত অভদ্র ব্যবহারই করিছি।

গৃহিণী। (ব্যস্ত ভাবে) কোথায় ছিলেন গা তিনি?

রামলোচনবাবু। তিনি আর কেউ নন,—সুপ্রকাশবাবু।

গৃহিণী ইহা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

রামলোচনবাবু। তোমার শীলা এইবার জমিদার-গৃহিণী হবেন; আমরা তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত হব।

গৃহিণী। সত্যি? কি চাপা মেয়ে গো! একবারও ত এ-কথা জানায় নি! কি মেয়ে, যেন কত শান্ত, কত ধীর, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন্ না। এবার তা'হলে তোমার সুখ পোয়া-বার?—কি বল?

রামলোচনবাবু। এখন জমীদার জামাই হ'ল, একদিন ভাল কোরে নেমন্তন্ন কর গিন্নি! আর চোট্‌পাট্‌ কোরো না। একটু ভাল কোরে ভাল-ভাবে কথা-বার্ত্তা কও। শীলার সঙ্গে দেখা কর। কালই একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী যেও।

গৃহিণী। ওমা, সে কিরিস্তানের বাড়ী কি কোরে যাব গো?

রামলোচনবাবু। গিন্নি, এখনো বোঝ। এখনো যদি ভাল ব্যবহার না কর, তা হ'লে ম্যানেজারীটি পাব না। বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছ, তাতে কি সুবিধা। যে ম্যানেজার ছিল, সে কোটা বালাখানা করে গেছে।

গৃহিণী। তা বেশ, এসে না হয় নেয়েই ফেল্‌ব—গঙ্গাজল স্পর্শ কোরে শুদ্ধ হব;—কি বল?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জীবন সংগীত।

জগতের মাঝে হায়, জীবন অসার রে—
বৃথা এ সম্পদ্ ধন, কে না ইহা জানে রে?
তবে কেন এরি তরে,
কত না যতন করে,—
মিছা সে আশায় পড়ি কেন নরে মরে রে?—
হায়, সত্য, ধর্ম্ম রক্ষা কেন নাহি করে রে?
সংসার-ভেলায় উঠি,
শুধু করে ছুটাছুটি,—
কিসে কার সর্ব্বনাশ এই সদা ভাবে রে;
পরিণামে মরীচিকা, এই শুধু লভে রে!
প্রাণ যে রে ক্ষণস্থায়ী,
নিয়তির অনুযায়ী,
ভ্রমেও কেমন তাহা মনে নাহি পড়ে রে;—
মায়া-পাশে মোহাচ্ছন্ন দেখ সব নরে রে!

আছে একদিন হায়!
বড় বিভীষিকাময়!
কভু কি যে কথা কা'র মনোমাঝে আসে রে?
অসার অস্থায়ী ল'য়ে আছে সবে ভুলে রে।
আমিই বিশ্বের পতি,
আমিই সবার গতি.
আমারি রাজত্ব বিশ্বে, এই ত গরব রে,
অণু পরমাণু কণা নহি ত ভবের রে!
ওরা ছোট, আমি বড়,
আমারেই ভক্তি কর,—
মিছা যশোলাভে যেন কতই প্রয়াস রে,
এমন ভ্রমান্ধ নর আঁধারে ডুবিয়া রে!
জগতে দেখিছে নিতি,
তবু কেন ভ্রমমতি,
দেখিয়া ঠেকিয়া কেন শিখেও শেখে না রে?
সদাই খুঁজিছে সুখ, সুখ না মিলিল রে!
আমি রাজা, ওরা প্রজা,
দিব আমি ওরে সাজা,—
ভাগ-বিভাগের আর নাহি দেশে সীমারে,—
সকলি দু'দিন পরে হবে ধূলি-সার রে।
ভগবৎ-পদরজ,
মন রে, তাহাই পূজ।
মিছা এ আশায় কেন ঘুরে ঘুরে মর রে?—
বৃথা এ সম্পদ ধন, মনে ইহা ভাব রে!

৺হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতের নব জাগরণ।—বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যে একটী মহতী শক্তি ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতেছেন। সমগ্র ভারতে সমুদয় নরনারী এক উচ্চতর নূতনতর আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আত্মোন্নতি-কল্পে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। নব নব প্রেরণায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিসমূহ উদ্বোধিত হইয়া মহত্ত্বের অভিমুখে ধাবন করিতেছে। ইহা কৃপাময়ের বিশেষ কৃপা। ইহার নিদর্শন বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে সকলে দর্শন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে 'কংগ্রেস' বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইল। ঐ সময়েই সেই নগরে ভারতীয় মুসলেম লীগ, ভারতীয় সামাজিক সমিতি, ভারতীয় মাদক-নিবারণী সমিতি, ভারতীয় জৈনসভা, তত্ত্ববিদ্যা-সভা, বাণিজ্যসমিতি, ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সভা এবং ভারতীয় হিন্দু-সভারও অধিবেশন হইল। এলাহাবাদে কায়স্থ-সভার, বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সভার ও ক্ষত্রিয়-সভার, মান্দ্রাজে ভারতীয় খ্রীষ্টান সভার, আলিগড়ে মুসলমান-শিক্ষা-সভার, কলিকাতায় আর্য্যসমাজের, বঙ্গীয় সুবর্ণ-বণিক, কর্ম্মকার ও সদগোপদিগের সভার, মেদিনীপুরে বঙ্গীয় মোক্তার সভার এবং গৌহাটীতে আসামদেশের জনসাধারণ-সভা ও ছাত্রসমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হইয়া গেল। এই সকল দর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে এই ঐশী শক্তি বলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হে জীব-সকল!

তোমরা উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও।" এই প্রেরণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে উন্নতির জন্য ব্রতী হইতে হইবে এবং প্রত্যেক জীবনের উন্নতির দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি-বিধান করিতে হইবে।

কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি।—বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষে চারি দিবস (২৭শে-৩০শে) লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিনিধিগণ এক-বাক্যে বলিয়াছেন, এরূপ কংগ্রেস আর কখনও হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে মহাসমিতির কার্য্যে দুই সহস্র তিন শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ তিলক একাকীই ২০০ প্রতিনিধি লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে মধ্যপথবর্ত্তী (moderate) ও চরমপন্থী (extremist), উভয় দলই উপস্থিত ছিলেন। দর্শক-সংখ্যা চারি সহস্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ শত মহিলা ছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট সার্ জেমস্ মেষ্টন্ ও তদীয় সহধর্ম্মিণীও ইহাতে আগমন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ বর্ত্তমান বর্ষে কংগ্রেসের বিশেষত্ব, জাতীয় জাগরণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতের রাজভক্তি ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত, তৎপর, কংগ্রেসের পরলোক-গত তিনজন নেতা ও লর্ড কিচেনারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং রাজভক্তি-সূচক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হইলে, সভাপতি মহাশয় সমিতির মুখপাত্র-রূপে ছোটলাট বাহাদুরের অভ্যর্থনা করেন। ইহার পর, ভারতবাসী প্রজাসাধারণকে স্বেচ্ছায় সৈন্য-দলে প্রবেশের অধিকার প্রদান, মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিলোপ-করণ, অস্ত্র-আইন রহিত করণ, উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি দুর্ব্যবহার নিরাকরণ, পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়-বিল সংশোধন, ভারত-রক্ষা-আইনের গ্রেট্ ব্রিটেনের রাজ্য-রক্ষা আইনের ন্যায় প্রয়োগ-করণ, শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি বোম্বাই ও মধ্য-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশ প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ, স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ, স্বায়ত্ত শাসন লাভের উপকারিতা-বিষয়ে প্রজাসাধারণের মধ্যে আন্দোলন, জাতীয় প্রণালীক্রমে ভারতীয়দিগের তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অস্ত্র-আইন রহিত করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন,—

আমি জননীদের পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, আমরা মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত সন্তানের মাতা হইতে চাহি না। আমাদের পুত্রগণের যাহাতে জন্মগত স্বত্ব আছে, সেই স্বত্ব তাহা-দিগকে দেওয়া হউক। পুরুষের কণ্ঠ এই অধিকার পাইবার জন্য এতকাল ব্যর্থ চীৎকার করিয়াছে বলিয়া এই-বার এই নারী-কণ্ঠ এই অধিকার চাহিতেছে। আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, সেই হায়দারাবাদে কাহারও অস্ত্রধারণে বাধা নাই। ব্রিটিশ ভারতে হায়দারাবাদ-রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যাইতে পারে।

স্বায়ত্ত-শাসন লাভের প্রস্তাব শ্রীমতী বেশান্ত, মিঃ তিলক ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি সমর্থন ও অনুমোদন করেন। শ্রীমতী বেশান্ত স্বায়ত্ত-শাসনের আপত্তি-সমূহ নিরাকরণ করিয়া বলেন, এক্ষণে একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হইলেই ভারতের অমঙ্গল-সমূহ দূরীভূত হইতে পারে। তিনি মুদ্রাযন্ত্র-আইনেরও প্রতিবাদ করেন।

জাতীয়-প্রণালী-ক্রমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া মিঃ কৃষ্ণরাও বলেন,—

এই দেশে ৩১ কোটী লোক। ইহাদের মধ্যে ৫০ লক্ষ বালক পাঠশালায়, ৫ লক্ষ বালক মধ্য ও উচ্চ স্কুলে, এবং ৫০ হাজার ছাত্র কালেজে

পড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে!

ভারতীয় সামাজিক সমিতি—গত ২৭শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরে মহাসমিতির মণ্ডপে ভারতীয় সামাজিক সমিতির ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। বহুসংখ্যক মহিলা, প্রতিনিধি ও দর্শক সভায় যোগদান করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, জাতীয় যোগ্যতা কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, সংস্কারকের তাহাই লক্ষ্য হইবে। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ—এই জাতিভেদকে বিনাশ করিতে হইবে।

ডেরাডুনের আর্য্যসমাজভুক্ত বাবু জ্যোতিঃস্বরূপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "সমাজ-সংস্কারকে জীবন্ত করিতে হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের সংখ্যা অল্প করিতে হইবে এবং কার্য্যকারকগণের কর্ম্ম-বিবরণ প্রচারের জন্য একখানি সংবাদপত্র রাখিতে হইবে।

"নারীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। আন্তর্জাতিক ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। মহিলাদিগের অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ ও জাতিভেদ-প্রথা বর্জ্জন করিতে হইবে, ইত্যাদি।"

এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়, গত বৎসরে এই সভা কি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার পর, বলেন যে, হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে কন্যার আদান-প্রদান চলে তজ্জন্য একটা বিল করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে।

মস্‌লেম-লীগ্‌।—৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ-নগরে ভারতীয় মুসলমান-দিগের নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির বহু সভ্য ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন:—

স্বায়ত্ত-শাসন বা প্রজাতন্ত্র প্রজাদের উপর নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অতি শুভলক্ষণ। হোমরুলের স্বপ্ন যেদিন সত্যে পরিণত হইবে সেই শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আসিবে।

একেশ্বরবাদি-সম্মিলন।—বিগত ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ-নগরে সমগ্র ভারতের একেশ্বর-বাদিগণের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বলরামপুরের মহারাজ-বাহাদুর তাঁহার লক্ষ্ণৌ-নগরস্থ "মতিমহল"-নামক বাগান-বাটী প্রতিনিধিবর্গের বাসনিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজমাতা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী C.I. ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ইংরাজিভাষায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী প্রদান করেন—

হে ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ! এই সমগ্র ভারতের একেশ্বরবাদি-সম্মিলনের সভাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইহার সভাকর্ত্রীর পদে আমিই সর্ব্ব-প্রথম রমণী, ইহা অনুভব করিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেছি। কিন্তু আমি ভীত হইতেছি যে, অদ্য যাঁহারা সভাপতির সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আশা করিয়াছেন, তাঁহারা অতীব নিরাশ হইবেন।

অদ্য আমি আমার মহাত্মা পিতৃদেবের কন্যারূপে

এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার বক্তব্য অতিশয় অল্প। আমার জীবনই, আমি জানি, নিজ ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছে। দুঃখ-দিনে ও সংকট-কালে যখন সমুদয় আলোক অন্তর্হিত হয়, যখন এই বিশ্ব-চরাচর ঘোর অন্ধকার ও নিরানন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন কে না ঐশ্বরিক প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন? একমাত্র এই প্রেমেই মানবকে শোক-দুঃখ ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এক উচ্চতর প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে। এই প্রেম জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম।

গত-বৎসরে সভাপতি-মহোদয়ের বক্তৃতায় ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় মহাত্মা ব্রহ্মানন্দের কতক-গুলি মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সকল উপদেশের মধ্যে ধর্ম্ম-সমূহের সমন্বয়ের উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহা অতিশয় সত্য কথা—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় অতীব আবশ্যক। আমার পিতা মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ আমার নেতা। আমি জানি আমাদিগের ধর্ম্ম—নব বিধান, প্রেম এবং ঐক্যের ধর্ম্ম।

যথার্থ বিশ্ববিশ্বাসী কেহ কখনও বলিতে পারেন না, "আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি, কিন্তু মানব-জাতিকে আমি ঘৃণা করি।" আমি আশা করি, এই সভায় অন্ততঃ এই একটী বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হইবে যে, এই সম্মিলনের কেহ কখনও কোনও ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনুষ্যের বিষয় অবজ্ঞার সহিত বলিবেন না। আমাদিগের জননী এই ভারতভূমি আমাদিগকে যোগ, ভক্তি, ধর্ম্ম ও সত্যরূপ মহামূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন। হে সমবিশ্বাসিগণ! আমরা যেন তাহার উপযুক্ত হই।

আমরা এতদিন নিদ্রিত ছিলাম; এই সুদীর্ঘকাল আমরা আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আমরা যেন আর সময় নষ্ট না করি এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হই। ঐ মহা ঘণ্টাধ্বনি—ঐ আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে, আপনারা শ্রবণ করুন! আপনাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, আপনারা যেন সমন্বয়ের ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ইহা অতিশয় গভীর ও বিশুদ্ধ। ইহা শিক্ষা করিলে আপনারা জগৎ যে কি আনন্দময় এবং ধর্ম্ম যে কি শান্তিদায়ক তাহা জ্ঞাত হইবেন। একতা ভিন্ন আমাদিগের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

বর্ত্তমান বিধান—এই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় আমাদিগকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "যে-স্থানে কুসংস্কার ও পৌরহিত্যে আবদ্ধ মানব অন্ধভাবে সংগ্রাম করে, সেই মতামতের যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর এবং সত্য ঈশ্বরের বিজয়-পতাকা গ্রহণ কর।" হে ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, সমুদায় ভারত ঈশ্বরে এক হইয়া যাইবে। সমগ্র মানবজাতি জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে নব-নব প্রেরণা লাভ করিবে এবং সেই প্রাচীন কালের গৌরব—সেই ঋষি-যোগিবৃন্দের, সেই ধর্ম্মের জন্য প্রপীড়িত সাধু-মহাত্মাদিগের নিকট হইতে নব-জীবন ও নব জ্ঞানের বার্ত্তা সংগ্রহ করিবে। তবেই ধরা-ধামে স্বর্গের আনন্দময় ও উৎসবের যোগ সংস্থাপিত হইবে।

আমরা সকলে এক পরিবার এবং এক সত্য ঈশ্বরের উপাসক।, হে সমবিশ্বাসিগণ! অদূরে দৃষ্টিপাত করুন;—আমি দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি, সমুদায় বিভিন্ন বিধান একত্র মিলিত হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম, সকল জাতি একত্র সমবেত হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছে! যখন আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে ও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে

সক্ষম হইব, তখনই বুঝিব সেই স্বর্ণ-যুগ—সেই সত্যযুগ প্রত্যাগমন করিয়াছে।

ঈশ্বর এই সমগ্র ভারতের একেশ্বরবাদি-সম্মিলনকে সফল করুন। এই সম্মিলনের সভ্যগণের মধ্যে যেন কোনওরূপ বিবাদ বা অজ্ঞানতা না থাকে।

উপসংহারে,আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সম্মিলন নূতন আশা ও উৎসাহ আনয়ন করুক, যাহাতে আমরা ভবিষ্যতে একত্রে কার্য্য-সাধনে সক্ষম হই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।—২৪শে ডিসেম্বর বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনে তিন সহস্র প্রতিনিধি ও প্রায় তিন শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি ও তৎপরে দুই একটী কবিতা পাঠের পর কবি শ্রীমতী মানকুমারী রচিত "সরস্বতী-বন্দনা" পাঠ করা হয়। অনন্তর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

গত দশ বৎসরে সাহিত্য সম্মিলন মাতৃভাষার প্রকৃত উন্নতি বিধান করিয়াছেন। সাহিত্যের উপর জাতির নবজীবন-লাভ নির্ভর করিয়া থাকে। সাহিত্য-সেবীদিগের মৌলিক রচনার জন্য (বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে) চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ মৌলিক রচনার চেষ্টা চলিলে বাঙ্গলা-সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মনস্বিগণ যদি স্ব স্ব গবেষণার ফল প্রভৃতি ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া অব্যাহতভাবে মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গভাষার এই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে সাধনা ও সংযমের আবশ্যক। কেহ কোনও একটী নূতন আবিষ্কার করিলেই, তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। তিনি আরও একটী কথা বলিয়াছেন।—তাহা সাহিত্যিকগণের বিবাদ-পরিত্যাগ।

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাপান হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়া তথায় ভিন্ন ভিন্ন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে সাহিত্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এ সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। ইংরাজ-উপনিবেশ কানাডা এই রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহাজনোচিত তেজস্বিতা ও তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় প্রেমের পরিচয় দিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারত-সন্তানগণের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারত-সন্তান যতই শিক্ষিত ও পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন হউক না কেন, বৃটিশ উপনিবেশে পদার্পণ করিলেই, তিনি তথায় "কুলি"-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন; এবং কুলিদিগের জন্য ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট যে-সকল কঠোর ও পক্ষপাত-মূলক বিধান করিয়াছেন, সেই সকল বিধান তাঁহার মানিতে হইবে। ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায়কার্য্যে কেবল যে ভারতের অধিবাসিবৃন্দ প্রতিবাদ করি

ভেছে তাহা নহে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট, এমন কি ভারত-সচিব পর্য্যন্তও প্রতিবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিতেছেন শুনিয়া, আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশ কানেডার টরেণ্টো ও মন্‌ট্রিল নগর হইতে তাঁহাকে ঐ স্থানে গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। উক্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি এক পত্র লিখিয়াছেন। মিঃ ডি, জেমিসন টরণ্টো-নগরের এক সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এই কথা সাধারণে প্রকাশিত হউক যে, আমাকে ক্যানাডার ভঙ্কবরএ অবতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যতদিন আমার স্বজাতীয়েরা কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঘৃণিত ব্যবহার পাইবেন, ততদিন আমি কখনই উক্ত দুই দেশে পদার্পণ করিব না। জাতি-সমূহের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, আমি তেমন আশা করি না।" কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"যে তোমারে করে অপমান
সে আমারে কি দিবে সম্মান?"

শক্তিমানের লক্ষণ।—জাপানের কোবে-সহর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক পত্রে লিখিয়াছেন;—

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নাই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না। লোকে বলে জাপানের ছেলেরা কাঁদে না। আমি এ পর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদিতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা-গাড়ী প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে, গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ বাইসিকেল মোটরের উপর এসে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌লে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়া থাক্‌তে পারে না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র কর্‌লে না। এখানকার বাঙ্গালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিংবা গাড়ীর সঙ্গে বাইসিক্লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয়পক্ষ চেঁচাচেচি গালমন্দ করে না। গায়ের ধূলা ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানীরা বাজে চেঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে, প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর-মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে, দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায় নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্যই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশী গূঢ়। এর কারণ হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

মহারাণীর দান।—মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মহোদয়া নৌসেরায় যে সকল বাঙ্গালী পল্টন আছে, তাঁহাদের গরম কাপড়ের জন্য ১৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

নারীর অধিকার।—হল্যাণ্ড দেশের ব্যবস্থাপক-সভায় মহিলাগণ সদস্য হইবার অধিকার পাইয়াছেন। উক্ত দেশের মহিলাগণের আইন-ব্যবসায় পরিচালন করিবার অধিকারও আছে। ইংলণ্ডের নারীগণ হইতে হল্যাণ্ডের মহিলাদের অধিকার অনেক বেশী।

সার কৃষ্ণগোবিন্দ। ভারতের সুসন্তান স্বনাম-ধন্য সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে ভারত-সচিবের অন্যতম অমাত্য-পদে মনোনীত হইয়া ও বিশেষ দক্ষতা-সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিয়া, এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভাতে কোনও ভারতবাসী প্রবেশ লাভ করেন নাই। আমরা গুপ্ত-মহাশয়ের সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। বোম্বাই-বাসীরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলে, তিনি বলিয়াছেন যে, ভারত-সম্রাটের অধীনতায় থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী লাভ করিতে পারে, সেজন্ত সকলের চেষ্টা করা উচিত।

ওঁ তৎসৎ।

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে স্মৃতিমন্দির।

সমগ্র নারীজাতির প্রতি আবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

যিনি একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক, মানব-মনের বিচিত্র ভাবরাশির মূলে সত্যের যে অখণ্ড স্বরূপ বিদ্যমান—ভগবৎকৃপালব্ধ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্মের নিত্যকাল আপনা আপনিই সমন্বয় হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের জন্য যেখানে মানব-চেষ্টার অপেক্ষা নাই, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—আত্মার সেই বিশুদ্ধ স্বরূপই যাঁর জীবনের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি, এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জগতের নরনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা আত্মার মহামহিমান্বিত ভাবকে পরিস্ফুট আকারে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্ত্তমান যুগে ভারতকে যিনি স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁর আত্মার অমোঘ-শক্তি-প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিজের লক্ষ্য-স্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিয়াছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী মানব-শিক্ষার ফল একাধারে যাঁহাতে ফলবান বলিলেই হয়, সেই সামঞ্জস্যের অবতার, আত্মার স্বাধীনতা-ঘোষণাকারী, পরমজ্ঞানী, সাধকশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদিকর্ত্তা, নিরভিমান, নির্ভীক, উন্নতিশীল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দেশবাসীরা তাঁহার জন্মস্থান হুগলী-জেলান্তর্গত রাধানগর-গ্রামে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটী

মন্দির নির্ম্মাণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা বিধানে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বিরাট পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিরাট আয়োজনে উদ্যোক্তা মহাত্মগণ নারীজাতিকে বাহিরে রাখা দূরে থাকুক, এ-কার্য্যে নারীর অধিকারই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষের কার্য্য নারীর যোগ ব্যতীত একান্ত অসম্ভব।

রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যে নর-নারীর অধিকার তুল্যরূপে স্বীকৃত হইলে রাজার স্মৃতি সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা নারীজাতিকে উচ্চস্থান দান করিয়া—শুধু বাক্যে নয়, ভাবে নয়, পরন্তু কার্য্যে—রাজার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশ-মধ্যে যে একটী নব-শক্তির উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে, তাহাতে আর ভুল নাই। রাজার অশরীরী আত্মার শক্তি যেন আজ এই কার্য্যের কর্ণধার হইয়া এই কর্ম্মতরীকে কূলে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। কে জানে, পরিণামে ইহা কি ফল প্রসব করিবে?

যিনি দেহ ধারণ করিয়া এক সময় সমগ্র ভারতকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আজ দেহমুক্ত হইয়া তাঁহার অদৃশ্য শক্তি যে আবার কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে তাহা জানে? দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের আত্মাতে পরমাত্মার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ইচ্ছা আজ রাজার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া আবার কোন্ অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে তাহা জানে? পরমাত্মার লীলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কোথায়? রাধানগর যে শীঘ্রই ভারতের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে নরদেবতার পূজা, বোধ হয়, এই রাধানগরেই প্রথম আরম্ভ হইবে। যাঁহাকে আমরা যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিতেছি, তাঁহার পূজার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে অর্থের অভাব হইবে তাহা মনে হয় না।

এক্ষণে রাজার কার্য্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্য এই আবেদন পত্র লিখিত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ শিখ পার্সী, জৈন, যিহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ রাজার কার্য্যে অগ্রসর হউন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, যিনি যাহা দিয়া পারেন, রাজার কার্য্যের সহায়তা করুন। রাজার স্মৃতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই

অথচ আত্মার পূজায় অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পশ্চাৎপদা নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে, আত্মার স্বাধীনতায় অধিকারিণী হইয়াছেন মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মহাত্মার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই তাঁহাদের এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্ত সকলের জীবনে আসে না। রাজার কার্য্যে সহায়তা করিয়া নারীজাতি এক্ষণে আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারিণী-রূপে সমগ্র-জগতের সম্মুখে স্বীকার করুন। যিনি যাহা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন; যিনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি ততটুকুই প্রয়োগ করুন, এই আমাদের নিবেদন। এই কার্য্যের সহায়তায় একটি পয়সা হইতে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা—যিনি যাহা প্রদান করিবেন, সমান আদরে গৃহীত হইবে।

বিনা অর্থে এতবড় মহৎ অনুষ্ঠান কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব আমাদিগের ভরসা আছে